দর্শন,প্রকৃতিবাদ/তাবি'আত রিছালে

পূর্ব কথা

এই নোটের মধ্যে, দার্শনিকদের কুফুরি এর অংশে ধাবিত হওয়ায় তাহাদের ভিতরের চেহারা যে কি পরিমাণ জ্ঞানবহির্ভূত ও কি পরিমাণ বিশ্রি ও কি স্থরের নির্বোদ্ধিতা হওয়াটা নিম্নে হলেও নব্বই গুণ সম্ভাবনাকে একত্র করে নয়টি বাস্তবিকতার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন রিছালায় ঐ অসম্ভব বাস্তবতাকে আলোচনা করায় এখানে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে প্রয়াসের সাথে অধিকাংশ প্রকাশনাকে ভাঁজ করা হয়েছে। এই কারণে, হঠাৎ করে এই রকম স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট এক মনগড়া বিকারগ্রস্থকে কিভাবে এই ভিক্র্যাত দার্শনিকরা গ্রহণ করে নিয়েছিল। ঐ পথেই তারা যাচ্ছে, স্বরণে আসছে। হ্যাঁ, আসলে তারা পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভ্যন্তরীণ চেহারাকে পরিলক্ষিত করতে পারে নাই। এবং মাছলাক সমূহের হাকিকাত ও কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপট হল এই যে, লিখিত হয়েছে এমন প্রত্যেক পয়েন্টে বর্ণনাকৃত ও নোংরা ও অপছন্দনীয় এবং জ্ঞান যাহাকে মানেনা এমন (**ব্যাখ্যা**- এই রিছালে এর সংকলনের কারণ হল নেহায়াত চাপাচাপি ও নোংরা এক ধারায় ঈমানের হাকিকাত সমূহে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর কার্যত নষ্ট হয়েছে এমন আক্বলের বহনকারী খুফারা (নির্বোধ) বলে দ্বীনহীনতায় প্রকৃতিকে বেষ্টন করে পবিত্র কোরআনকে তাদের আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য। আর যেহেতু এমনটি হানা প্রমাণিত, তাই এই রিছালেতে শক্তভাবে এক রাগান্বিত রূপে (অন্তরে) তার প্রভাব কলমে প্রদান করা হয়েছে। আক্রমানত্মক এক অসুন্দর চড়সমূহ ধর্মহীনদেরে ও সত্য থেকে মুখ ফেরানোকারীদেরে যারা বাতিল নিয়মে কথা বলে তাদের প্রদান করা হয়েছে। নতুবা জানা কথা রিছারে নূরের, পদ্ধতিগত ভাষা সুন্দর মাদুর্য ও মোলায়েমই আছে।) কর্মপথেয়, সারাংশ, পেশ সমূহের জরুরী ও আবশ্যকীয় প্রেক্ষাপট হওয়ায় অতি স্পষ্ট ও অকাঠ্য দলীল সমূহের দ্বারা সন্দেহকারীদের বিস্তারিত বর্ণনা ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমি প্রস্তুত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেনঃ আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের স্রষ্টা? (ইব্রাহিম ১০)

আলোচ্য আয়াতে কারিমা, অস্বীকারের প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা, মহান মালিক সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই ও না থাকা আবশ্যক, এমনটি বলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদিতা একান্ত স্পষ্টভাবে হওয়াটাকে তুলে ধরছে। এই রহস্যকে ব্যাখ্যার পূর্বে একটি সর্তকতা:-

১৩৩৮ হিজরীতে আমি আনকারা গিয়েছিলাম। ইসলামী সৈন্যদের গ্রীস জয়ের শুরুটা ঈমানদারদের মজবুত চিন্তা চেতনার মধ্যে, অর্জিত সহজলভ্য মিশনে এক বিধর্মীর চিন্তার মধ্যে প্রকাশ করা ও নষ্ট করা এবং বিষ ভক্ষণ করানোর জন্যে আপ্রান চেষ্টা করাটাকে লক্ষ করলাম। আহ্ বলিলাম। এই বিষাক্ত সাপ ঈমানের ভিতরে ঢুকে পড়বে। ঐ সময় আলোচ্য আয়াতের নিরংকুশ স্পষ্ট উপলব্ধিতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্বতাকে

বুঝানোর দৃষ্টিতে এই আয়াত থেকে সাহায্য নিয়ে উল্লেখিত বিধর্মীর মাথাকে চূড়মার করার স্থরে ক্বোরআনে হাকিম থেকে অর্জিন মজবুত দলিল আরাবী রিছালাতে লিখলাম। আনকারায় ইয়েনীগুল একটি ছাপাখানায় ছাপালাম। কিন্তু দূভার্গজনিত সত্য যে আরাবী জানা লোক অল্প ও গুরূত্বের সাথে লক্ষ্যকারী দূর্লভ হওয়াতে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে যদিও ঐ আরাবী লেখার ন্যায় প্রভাব এতটা দেখায়নি, দুঃখ ভারাক্রান্ত যেভাবেই হোক, আলোচ্য রিছালা ঐ দ্বীনহীন চিন্তাবিদকে স্পষ্ট করেছে এবং শক্তি ও প্রদান করেছে। বাধ্য হয়ে, ঐ দলীলকে তুর্কি ভাষায় বর্ণনা করা। ঐ দলিলের বেশ কিছু অংশ অধিকাংশ রিছালাতে পূর্নতার সহিত ব্যাখ্যা হওয়াতে এখানে সংক্ষেপে লেখা । অন্যান্য রিছালাতে প্রকার সমূহকে তুলে ধরার দলীলসমূহ এই দলিলে প্রত্যেকটাই এক প্রকার সম-মানের হচ্ছে এর অংশ বিশেষ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

* ভূমিকা *

হে মানুষ! তুমি জানা উচিৎ যে, আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের প্রশ্নচিহ্ন এখন মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া এবং বিধর্মীদের ন্যায় ঘ্রান প্রদানকারী জটিল কথা সমূহ আহলে ঈমান না জেনে এগুলো ব্যবহার করছে। গুরূত্বপূর্ণগুলো থেকে তিনটি এখন বর্ণনা করব ।

প্রথমটি হল "আউজাদাতুল-আছবাব" অর্থাৎ কারণ সমূহের জন্যে এই বস্তুটি সৃষ্টি হচ্ছে। **দ্বিতীয়টি হল "তাশাক্কুলে বী-নাফছিহি"**)। (নিজে নিজেই রূপ নিচ্ছে) অর্থাৎ বস্তু নিজে নিজেই সৃষ্টি হচ্ছে রূপ নিচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। **তৃতীয়টি হল "ইক্বতেজাতু তাবি'য়াত"** অর্থাৎ-প্রকৃতিক স্বভাব সুলভ পরিবর্তন হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে।

হাঁ, যেহেতু বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে তাই অস্বীকার করা অসম্ভব। আবার প্রত্যেক বস্তুই কারিগরী ও দক্ষতায় অস্তিত্বে আসে। আর যেহেতু এগুলো পুরাতন নহে। নতুনভাবে হচ্ছে। যাই হোক হে নাস্তিক! এই বস্তু সামগ্রীর অস্তিত্ব, যেমন এই প্রাণজাতীকে হয় তুমি বলবে যে এগুলোতে দুনিয়ার ১। কারণসমূহ সৃষ্টি করছে **(আউজাদাতুল-আছবাব)**। অর্থাৎ কারণের সন্নিবেশনে এই বস্তুর অস্তিত্ব হচ্ছে। ২। অথবা বলবে যে, নিজে নিজে বস্তুর রূপটা রূপায়িত হচ্ছে **(তাশাক্কুলে বী-নাফছিহি)**। ৩। অথবা বলবে যে, **(ইক্তেজাতু-ত্তাবি-য়াত)** প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, প্রাকৃতিকর প্রভাবে অস্তিত্ব লাভ করছে ৪। নতুবা বলতে হবে যে, এক কাদিরে যুল-জালালের ক্ষমতায় এগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। আর যেহেতু যুক্তিগত দৃষ্টিতে এই চারটি পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই, তাই যদি প্রথম তিনটি পথ অসম্ভব, বাতিল, নিষিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া দলিলভিত্তিক প্রমাণিত হয়, তাহলে একান্ত বাধ্য ও স্পষ্টতার নিরিখে চতুর্থ পথ যা একত্ববাদের পথ নিঃসন্দেহের নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথমটি হল "আউজাদাতুল-আছবাব"

পৃথিবীর মধ্যে চলিত কারণ সমূহে সংমিশ্রণের দ্বারা, বস্তুর রূপ নেয় এবং সৃষ্টিজীবের অস্তিত্ব লাভ করে। এই কথার সত্যতা অনেক অনেক অসম্ভব সমূহের মধ্য থেকে কেবল তিনটি মিছাল উল্লেখ করছি।

প্রথমটি = একটি ফার্মেসীতে (হোমিও মনে করতে পারি), ভিন্নমুখী পদার্থ দ্রব্যে ঠাসা, শত শত কাঁচের বোতল বিদ্যমান থাকে, এই ঔষধাবলী থেকে, সজীব এক কার্যকরী মলম তৈরী করতে চাওয়া হয়েছে এমন, এবং পরে সজীব বস্তুর আনুকা এক দ্রুত কার্যকরী এক **ঔষধ** তৈরী করতে প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই যেন আমরা

আসলাম ঐ ফার্মেসিতে আর ঐ জীবন্ত ময়দা এবং কার্যকরী ঐ ঔষধ অনেক অনেক প্রকারকে আমরা দেখলাম। ঐ ময়দা বা পাউডারের প্রত্যেক প্রকার থেকে আমরা গবেষণা করলাম। আমরা দেখছি যে, ঐ কাঁচের শিশির প্রত্যেকটি থেকে একটি বিশেষ পরিমাণের সাথে, এক দুই দিরহাম এটা থেকে তিন চার দিরহাম ঐটা থেকে ছয় সাত দিরহাম, অন্যটা থেকে এবং ঐভাবে ভিন্ন রকমের পরিমাণ ফার্মেসিস্টরা উপস্থিত করে এনেছেন। এখন যদি একটি প্রকার থেকে এক দিরহাম (পরিমান নেই) বা কম বা বেশী যদি নেওয়া হয় তখন ঐ গুড়া (ময়দা, মলম) সজীব,কার্যকরী হবে না। তার কার্যকারিতা দেখাবে না। এমনকি ঐ সজিব ঔষধকে গবেষণা করলাম। প্রত্যেক কাঁচের বোতল থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাতু আনা হয়েছে যে, অল্প পরিমাণ কম বা বেশি যদি হয়, তাহলে ঔষধ তার কার্যকারিতাকে হারাবে। আবার ঐ কাঁচের বোতল পঞ্চাশ এর থেকে বেশী হওয়ায় প্রত্যেকটি থেকে পৃথক এক পরিমাণ আনার ন্যায় পৃথক পৃথক সংখ্যা ও ফার্মেসীতে আনা হয়েছে। আসলে কোন দৃষ্টিতে এটা কি সম্ভব যে, ঐ শিশিগুলো থেকে নেওয়া ভিন্নমুখী পরিমাণ সমূহ শিশি সমূহের অনাকাঙ্খিত কোন ক্ষমতার দ্বারা যা নিজে নিজে একত্রিত হয়ে অথবা ঝড়ের ন্যায় কোন বাতাসের চাপের দ্বারা একত্রিত হওয়া থেকে প্রত্যেকটি থেকে আনিত শুদ্ধ পরিমাণ অনুযায়ী পরিমিত হয়ে (মলম বা ঔষধ) উদ্দেশ্য সফল হওয়া, হয়ে যাওয়া এমনটি কল্পনা করা, কর্তা ছাড়া ঔষধ নিজে নিজে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া সম্ভব কি? বলাবাহুল্য, এর চাইতে বড় কোন নির্বোধ আছে নাকি? অসম্ভব, বাতিল কোন কিছু আছে নাকি? এমন ভাবে কল্পনাকারী ব্যাক্তি **গাধার উপরে গাঁধা উঠে পরে যদি মানুষ হয়ে যায়** এই চিন্তা গ্রহণ করবেনা এভাবে বলে বলে পলায়ন করার কথা।

যাই হোক, এই উদাহরণের ন্যায় প্রত্যেক জীবকে, নিঃসন্দেহে জীবন্ত এক মলম বলা যায়। এবং প্রত্যেক প্রাণীকুল, জীবন্ত এক ঔষধের ন্যায়ও। অসংখ্য ফার্মেসি সমূহে অনেক ভিন্নমুখী পদার্থ-ধাতুসমূহ থেকে অতি অনুভীত এক পরিসংখ্যান এর সাথে নেওয়া পদার্থ-সমূহের থেকে মিশ্রণ করা হয়েছিল। এখন যদি তার অর্জনের উপায় ও উপাদান সমূহকে নথিভূক্ত করা হয় এবং এমনি এমনিতে মাধ্যম সমূহ বস্তু তৈরী করেছে বলা হয়, তাহলে একিভাবে ফার্মেসির থেকে মলম (ময়দা), কাঁচের বোতল সমূহের একত্র হওয়া থেকে অস্থিত্বে পাওয়ার ন্যায় একশত গুণ জ্ঞান থেকে দূরে অসম্ভব অসম্ভব একটি কথা এবং অগ্রহনযোগ্য এক দাবি বিবেচিত হবে।

পরিশেষে, এই দুনিয়ার বিশাল ফার্মেসীতে, সময়ের সীমানাহীন হাকিমের ঘটনের পরিমাণ ও চেতনা প্রদানের সাথে আগত জীবনের স্থাপন, অসীম এক হিকমত এবং সীমাহীন এক ইলিম এবং সবকিছুই সম্পর্কিত এমন ইচ্ছার সহিত অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, যেতে পারে। অন্ধ, বধির সীমাহীন বন্যার ন্যায় পরা সার্বজনীন উপাদান ও প্রকৃতিবাদী ও সাধ্যসমূহকে নির্ভর করে কথা বলে, এমন বদবখত, "ঐ ঔষধ নিজে নিজে কাঁচের শিশি থেকে বের হয়ে গিয়েছে" বলে যে পাগলামী এক মাতালীমানা, পাওয়া এক নির্বোধের থেকে আরও বেশি মুর্খ। হাঁ, এই কুফুর, নির্বোদ্ধিতায়, মাতলামীতে, পাগলামীতে, এক দুষ্টামী ছাড়া কিছুই নহে।

দ্বিতীয়টি = অসম্ভব হল যদি প্রত্যেক বস্তুর ওয়াহিদে-আহাদ যিনি কাদিরে যুল-জালাল কে সৃষ্টিকারী বলা না হয়; বরং যদি মাধ্যম সমূহকে সুত্রান্বিত করা হয়; তখন জরূরী হয়ে পড়ে যে, পৃথিবীর সমস্ত উপাদান ও উপায় সমূহ, প্রত্যেক জীব তার স্বীয় অস্তিত্বে অস্তিত্ব লাভ করার ক্ষেত্রে তার ভিতরে প্রবেশ করে নিজেকে নির্মান করা অথচ মাছির ন্যায় চোট একটা প্রাণীর দেহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনার দ্বারা অতি সুক্ষ্ম পরিমাপ ও সার্বিক এক ঐক্যপূর্ণতাকে জড়িত রাখে এমনভাবে বিপরীত ও পরস্পরে অমিল ভিন্নমুখী মাধ্যমের সন্নিবেশন ঐ পরিমান উপাদান উপস্থিতকরন এক অসম্ভবতা যে, **মাছি**র ডানার ন্যায় কোন কর্ম বাস্তবায়ন করা "এটা অসম্ভব বলার কথা, হতে পারে না বলার কথা। হাঁ, একটি মাছির ছোট খাটো দেহের দুনিয়ার অধিকাংশ উপাদান ও উপায়

সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং যেন এক সারসংক্ষেপ। এখন যদি কাদিরে-আযাল আল্লাহকে এর স্রষ্টা বলা না হয়, তাহলে ঐ বস্তুর সৃষ্টির মাধ্যম সমূহ তার কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাহাকে সৃষ্টি করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমনকি, এই মাছির ছোট্ট এই দেহের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে এমনকি, তার দেহের ছোট্ট একটা নমুনা হওয়া চক্ষুর পর্দার অন্তরালে সুক্ষাতিসুক্ষ অংশে প্রবেশ করে কর্মসম্পাদন প্রমাণ করে। কেননা যখন মাধ্যম বস্তুগত হবে; তখন বস্তুর কর্তাকে তার ভিতরে বা কাছে পাওয়া জরুরী হয়ে যায়। আর এই অবস্থায় দুটি মাছির আঙ্গুলের নখের মধ্যে থাকা ছাপকৃত স্থির সুক্ষ কর্মক্ষমতা দুনিয়ার মূলনীতির ও উপাদান ও প্রকৃতিবীদদের বস্তুর ভিতরে পাওয়া, এবং ইঞ্জিনিয়ারের ন্যায় ভিতরে কাজ করাটা জরুরী হয়ে যায়। একজন প্রকৃতিবাদী লোক এটা অসম্ভব বলার কথা।

তৃতীয়টি = অসম্ভব হল - اَلْوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ اِلَّا عَنِ الْوَاحِدِ

আলোচ্য কায়দা বারংবার উল্লেখিত হওয়ার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, "যদি কোন বস্তুর একক অস্তিত্ব থাকে অবশ্যই সেটা **একক থেকে উঠে এক হয়েছে, অস্তিত্ববান হয়েছে**।

বিশেষত: ঐ বস্তু, অতি পূর্ণাঙ্গ এক পরিবেশনায় ও অনুভূতি প্রবণ এক পরিমানের মধ্যে, ও সার্বিক এক প্রাণবন্তে যদি স্পষ্ট হয়; তাহলে পরিষ্কারভাবে ভিন্নমুখী মাধ্যম এবং ভিন্নমুখী মিশ্রণ হওয়া অসংখ্য হাত থেকে এটা যে হয়নি; বরং এটার অস্তিত্ত তৈরি হয়েছে অতি ক্ষমতাবান সুকৌশলী হওয়া কেবল একটি হাত, স্বত্তা থেকে সৃষ্টি হওয়াটা প্রদর্শিত অবস্থায় প্রমান করে , অসংখ্য ও নিস্প্রান ও মুর্খ আক্রমনাত্মক, প্রাণহীন, ভিন্ন মিশ্রণের মধ্যে, অন্ধ, বধির, প্রাকৃতিবীদদের মাধ্যম সমূহের মিশ্রণের হাতে, অসংখ্য সম্ভাবনার পথসমূহের মধ্যে এবং জমায়েত ও মিশ্রনের সাথে ঐ উপায় সমূহের অন্ধত্বে, বধিরত্বে বৃদ্ধি পাওয়ার অবস্থায় ঐ সুন্দর পরিবেশিত আকর্ষনীয়, ও একক এক বিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি সুত্রাঙ্কিত হওয়ার বিষয়টা এক শতগুণ অসম্ভব থেকে এক গুনে বিশ্বাস ও গ্রহণ করার ন্যায় তাদের মুর্খতা, তাদের জ্ঞানের পরিধির অনেক অনেক দূরে। চল এই অসম্ভবতাকে সচেতন দৃষ্টি রাখ যা বস্তুবাদীদের উপায় সমূহের নিশ্চিত প্রভাব সমূহ যেন সুসংবাদের সাথে ও সংস্পর্শে হয়। মূলতঃ ঐ প্রাকৃতিবীদদের সংস্পর্ষ সমূহ জীবন্ত বস্তু সমূহের ও তাদের বাহ্যিক দিকটাই লক্ষণীয়। অথচ আমরা দেখছি যে, ঐ মাধ্যম হওয়া বস্তুর ধাতু সমূহের যে হাতগুলো রয়েছে এগুলো এ প্রাণীর ধারে কাছে না যেতে পারা ও সংস্পর্শে না পড়ার কারণে অভ্যন্তরীণ দিকটা আসলে বাহ্যিক দিক থেকে ১০ গুণ বেশি উজ্জল, অনেক সুন্দর শিল্পায়নে অনেক পরিপূর্ণ। বস্তুর মাধ্যম সমূহের হাত সমূহ ও বাহন সমূহ মূলত কোন ক্ষেত্রেই কাছাকাছি না হওয়ার কারণে এমনকি, হয়তু পূর্ণভাবে বাহ্যিক দিকটাকে পুরোপুরি আয়ত্বে না আনতে পারাটা ছোট একটি প্রাণের ক্ষেত্রে তার তুলনা সবচেয়ে বড় কোন সৃষ্টির সাথে করে তার শিল্পকে ও সৃষ্টিকে প্রশস্থ এক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝার অবস্থার ঐ নিষ্ক্রিয় মুর্খ, আবাল, দূর বড় ও পরস্পরে বিপরীত হওয়া বধির, অন্ধ, মাধ্যম সমূহকে সৃষ্টিকর্তার স্থান দিয়ে তাহাকে বাদ দেওয়া শতগুণ অন্ধ, হাজার গুণ বধির হওয়াটাকে প্রমাণ করে যে, অনেক এক থেকে একের সৃষ্টি না হয়ে কেবল এক থেকে একের সৃষ্টি হওয়া সহজতর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার।

দ্বিত্বীয় হল= "তাসাক্কুলে বি নাফছিহি"

অর্থাৎ সবকিছু নিজে নিজে রূপ নিচ্ছে। অতএব এই বাক্যের ও অনেক অসম্ভবতা রয়েছে। অধিকাংশ দৃষ্টিতে বাতিল এই দাবী। অবাস্তব। নমুনা হিসেবে অসম্ভবতা থেকে **তিনটি** বর্ণনা করছি।

প্রথমটি = হে একগুয়ে অস্বীকারকারী, তোমার আমিত্ব তোমাকে ঐ পরিমাণ বির্বোধ বানিয়েছে যে, একটি শর্তের একাংশ গ্রহণ করে এটার উপর কথা বলছ, কেননা তুমি নিজে এখানেই বিদ্যমান। এবং তুমি স্পষ্ট সাধারণ একটি সৃষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ও নড়াচড়া করছিলে এমনটিও নহে তুমি। বরং সার্বক্ষণিক নিজ, নতুন হিসেবে, অতি কার্যকরী এক মেশিনের ন্যায় ও বিস্ময়কর ও আনুকা এক প্রসাদের ন্যায় তুমি। তুমার দেহে সব সময় অনুরা (**এটম**) কাজ করে যাচ্ছে। তোমার দেহের দুনিয়ার সাথে বিশেষত: রিযিকের দৃষ্টিতে ও বিশেষ করে যা শেষ হওয়ার নয় এমনটির সাথে সংশ্লিষ্ট বেচাকেনা রয়েছে (ব্যবসা রয়েছে)। তোমার দেহের মধ্যে কর্মরত এটমরা ঐ রিযিককে নস্ট না করতে এবং স্থায়ী সম্বন্ধকে ভেঙ্গে না দিতে সচেতন রয়েছে তারা। ঐভাবে সতর্কতার সাথে ভিন্ন প্রকারের রিযিক পদাঙ্কে নিক্ষেপ করছে। মূলত: দেহ নামের তামাম কায়েনাতকে তারা দেখাশুনা করছে। তোমার সংশ্লিষ্টতায় দেহ নামী কায়েনাতের দিকে দৃষ্টিপাত করত: এমন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এই এটম (অনু) গুলো। তুমি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ঐ অঙ্গসমূহের সাথে ঐ অনু সমুহের (সেল) এক বিস্ময়কর কর্মপন্থায় ফায়দা ভোগ করছ । এই দেহের অনুসমূহকে যদি তুমি সময় সীমাহীন ক্ষমতাবান আল্লাহর নীতিমালার সাথে কর্ম চালিয়ে যাওয়া ছোট্ট থেকে ছোট্ট এই অফিসাররে ন্যায় কর্মী, অনুসমূহ, সেনা সমূহ, অথবা মহান ক্ষমতাবানের কলমের নিভ সমূহ যা প্রত্যেকটি অনু এক কলমের নিভের ন্যায় বা কুদরতের কলমের নুকতা সমূহ প্রত্যেক এই এটমকে যদি তুমি নুকতা হিসেবে গ্রহণ না কর, তখন তোমার চক্ষুর মধ্যে কর্মরত প্রত্যেক অনুতে এমন একটি চক্ষু প্রয়োজন হয়ে যায় যে, তোমার সমস্ত দেহের সব দিকে দেখতে পাওয়ার সাথে, সংশ্লিষ্ট হওয়ার সমস্ত দুনিয়াকে ও দেখতে পাবে এমন এক চক্ষু জরূরী-----এবং এই সমস্ত যা তোমার অতিত ভবিষ্যত ও বংশ ও ভিত্তি ও উপাদান সমূহের শুরূ ও রিযিকের স্থলসমূহকে জানবে, চিনবে শতগুনের তুলনায় এমন এক বুদ্ধিসম্পন্নতা প্রদান করা জরূরী হয়ে পড়ে তোমার ন্যায় এই মাসআলায় অনুপরিমাণ জ্ঞানী না হওয়ার ধরূন এক অনুকে হাজার খানেক বিজ্ঞানী পেটোকের ন্যায় লোককে জ্ঞান ও প্রাণবন্ততা দেওয়া হাজার গুন এক পাগলামী নির্বোদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নহে।

দ্বিতীয়টি = তোমার এই অস্তিত্ব হাজারটা গুম্বুজময়ী আশ্চর্যজনক এক প্রাসাদের তুলনীয় যে, গুম্বুজের মধ্যে পাথরগুলো আকাবাকা করে পরস্পরকে নিষ্ঠানত সম্পর্কিত করে এভাবে দাড় করানো হয়েছে। হয়তু তোমার দেহের অস্তিত্ব এই **প্রাসাদ** থেকে হাজার বার অনেক বিস্ময়কর। কেননা, এই অস্তিত্বের প্রাসাদ সর্বদা পূর্ণ পরিবেশনার সাথে সতেজ করা অবস্থায় রয়েছে। অতি আজব এক রূহ, ক্বলব আধ্যাত্মিক সুন্দর্যতা থেকে শক্ত দৃষ্টি কেবল দেহের প্রত্যেক অঙ্গ একেকটা গুম্বুজময় ঘরের ন্যায় রয়েছে। অনু সমূহ ঐ গুম্বুজের পাথর সমূহের ন্যায় পরস্পরের পূর্ণাঙ্গ সজ্জীত ও পরিবেশিত হওয়ার সাথে একটা আরেকটার সাথে রেখে, অদ্ভুত এক দালান, সচরাচর নিয়মের বহির্ভূত সুন্দর এক শিল্প যা চক্ষু ও জিহ্বার ন্যায় অবাক করা আলৌকিক ক্ষমতাকে প্রদর্শন করছে। আর এখন যদি এই অনুসমূহ এই আলমের কারিগরের আদেশের অনুসারীমূলক একেকটা অফিসার না হয় তাহলে ঐ সময় প্রত্যেক অনুরা ঐ দেহের সমস্ত অনুদেরে যেমন হাকিমে-মুতলাক তেমনী প্রত্যেকটাকে সাধারণ হুকুম......... তেমনি প্রত্যেকটাকে সম্মান-----এবং হাকিমিয়্যাতের পয়েন্টের বিপরীত এবং কেবল ওয়াজিবুল-উযুদে বিশেষ সম্পর্কিত হওয়া বেশির ভাগ গুণের ভিত্তি স্থল---- এবং অতি সম্পৃক্ত, ও অতি মুতলাক এক আকৃতিতে হওয়ার সাথে একত্ববাদের রহস্য কেবল এক মালিকের প্রভাব হতে পারে এমন অতি সুন্দর সুশঙ্খল এক একক শিল্পীক্ষেত্র অসংখ্য অনুকে তার প্রতি জড়ানো অনু পরিমাণ অনুভূতি প্রবণ হওয়া এর অতিবাহ্যিক এক অসম্ভবতা হয়তো শতগুনের অসম্ভতা থেকে হওয়া একটি অসম্ভব কল্পনা।

তৃতীয়টি = যদি তোমার অস্তিত্য ওয়াহিদে আহাদ হওয়া কাদিরে-আযালী আল্লাহর কলমের চিঠি স্বরূপ না হয়ে প্রকৃতি ও মাধ্যম সমূহ এর সহিত সম্বন্ধনকৃত করা হয় তাহলে ঐ সময় তোমার অস্থিত্বময় দেহ থেকে

একটি ছোট কক্ষকে মনে কর একেকটির মধ্যে ছোট ছোট তলা ও রয়েছে এমন হাজার হাজার বস্তুর মিশ্রণ সংখ্যা প্রকৃতিক উপাদান সমূহের খুজে পাওয়া একান্ত জরুরী হয়ে আসে। কেননা যেমন এই আমাদের হাতের কিতাবটি যদি চিঠি হয়, কেবল একটি **কলম**, লেখকের জ্ঞানের প্রতি সম্বোধন করত: সকল জ্ঞানকে কলম লিখে এখন যদি এটা চিঠি না হয় তাহলে যদি এগুলো লেখকের কলমে প্রদান করা না হয়, তাহলে নিজে নিজে লেখা হয়ে গেছে এভাবে যদি বলা হয় অথবা প্রকৃতিকে যদি দেওয়া হয় তার সম্বোধন ঐ সময় ছাপাকৃত কিতাবের ন্যায় তখন প্রত্যেক হরফের জন্যে পৃথক একটি লোহার কলম জরুরী যে, এটাকে ছাপা করে যেমনটি ছাপাখানায় লোহার হরফ সমূহ পাওয়া যায়। পরে ঐ হরফগুলো অস্তিত্য লাভ করে। ঐ সময় কেবল এক কলমের পরিবর্তে ঐ হরফসমূহের পরিমান অনুযায়ী একেকটি কলম পাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে বরং এই হরফসমূহের ভিতরে পরস্পর প্রবেশ করতঃ এক গোছানো কার্যক্রমের সাথে তোমার দেহের ন্যায় যদি একটি রূপ গ্রহণ করে ঐ সময় প্রত্যেক তলায় প্রত্যেক অংশের জন্যে ঐ মিশ্র সংখ্যার দৃষ্টিতে কলমের নিভ প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এখন চল শতগুণ অসম্ভবের মধ্যে খুজা এই পদ্ধতি যদি সম্ভব তুমিও বল এই গোছানো শিল্পায়িত লোহার হরফ সমূহ ও পূর্ণ নিভ সমূহ ও কলমসমূহ তৈরী করার জন্যে আবার ও যদি কেবল একটি কলমকে দায়িত্ব প্রদান করা না হয়, তখন ঐ কলম সমূহ নিভসমূহ লোহার হরফসমূহ বানানোর জন্যে তাদের সংখ্যার অনুযায়ী নতুন কলম, নিভ, হরফ প্রয়োজন কেননা ঐগুলোও বানানো হয়েছিল ও সুন্দর পরিপাটিমূলক শিল্প আর এভাবে ধারাবাহিকভাবে হতে থাকবে হওয়ার ন্যায়।

এখন তুমি ও বুঝ! এটা এমন এক ফিকির যে, তোমার অনু পরিমাণ অসম্ভব ও নির্বোদ্ধিতার মধ্যে এমনটি চিন্তা পাওয়া যাবে মাত্র। হে একগুয়ে নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি! তুমিও লজ্জাবোধকর----ও এই ভ্রষ্টতা থেকে ফিরে যাও।

তৃতীয়টি হল = ইকতেযাতু তাবি-য়াত

অর্থাৎ তারা প্রকৃতির দাবি করছে। সব কিছু প্রকৃতিই তৈরী করছে। অতএব এই দাবির ও অনেক অসম্ভবতা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে **তিনটাই** উল্লেখ করছি।

প্রথমটি = যদি বিদ্যমান বিশেষত; জীব সমূহে লক্ষণীয়ঃ সুক্ষ দৃষ্টিতে সুক্ষ হিকমতের হওয়া শিল্পায়ন ও আবিষ্কার এর কর্তা শামছে-আযালের ও তার কুদরতের প্রতি সম্বোধন না করি; বরং অন্ধ, বধির, আবাল হওয়া প্রকৃতিকেও তার ক্ষমতাকে যদি সম্বোধন করা হয়, তাহলে জরুরী হয়ে যায় যে, প্রকৃতি, বস্তুর তৈরীর জন্যে সবকিছুতেই অসীম অদৃশ্যমান মেশিন ও তার ক্ষেন্দ্রস্থলকে পাওয়া। নতুবা সবকিছুতে, দুনিয়াকে সৃষ্টি ও পরিচালনা করবে এমন ক্ষমতা ও হিকমত এর স্থরে উন্নীত হওয়া। কেননা, যেভাবে সুর্যের ঔজ্জ্বল্যতা ও চাকচিক্যতা জমিনের উপরে (জ্বলতে) ছোটখাটো আয়নার টুকরাতে ও ফুটা সমূহে সূর্য দেখা যায় যদি ঐ উদাহরণ ও রংধনুর চাকচিক্যতা আছমানের ঐ সূর্যের প্রতি সম্বোধন না করা হয় তখন জরুরী হয়ে যায় যে, এক অহংকারী অচেতন এক ছোট্ট **আয়নার টুকরার মধ্যে যে সূর্য** দেখাচ্ছে সে প্রাকৃতিক ও ফিতরি সূর্যের, গুণাবলীর অধিকারী বাহিক্যভাবে ছোট কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে খুবই বড় সূর্যের বহিরাগত দেহকে তার মধ্যে এলে বাতির অনুসমূহকে পরিণতি করে প্রাকৃতিক সূর্যকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আসার ন্যায়......।

হুবহু এই উদাহরনের ন্যায় পৃথিবী ও জীব নিঃসন্দেহে সত্য যে আযালী সূর্যের মালিক আল্লাহর প্রতি যদি সম্বোধন না হয় তাহলে **প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুতে বিশেষত প্রত্যেক জীবে, অসংখ্য এক ক্ষমতা ও ইচ্ছা ও সীমাহীন এক ইলিম ও হিকমত বহনের দাবি করবে এমন এক প্রকৃতি ও ক্ষমতা সাধারণত সচরাচর এক**

এলাহির স্থলে গ্রহণ করা জরুরী হয়ে যায়। আর এই রকমের চিন্তা হলে দুনিয়ার অসম্ভবতার একান্ত বর্জিত এবং সর্বোচ্চ নির্বোদ্ধিতা হবে এটা। মহান দুনিয়ার স্রষ্টার সৃষ্টিও শিল্প সন্দেহ প্রবণ গুরুত্বহীন হবে। নির্জীব এক প্রকৃতিকে স্রষ্টার ন্যায় সম্বোধনকারী মানুষ অবশ্যই শতবার শতগুন জানোয়ার থেকে আরও নিম্ন শ্রেনীর প্রাণী, আরও প্রানহীন নির্জীব হওয়াটা দেখায়।

দ্বিতীয়টি = যদি এই অতি বন্দোবস্ত, পরিমিত, ও কৌশলী সৃষ্টির অস্তিত্বকে অসীম ক্ষমতাবান হাকিম এক সত্ত্বাকে স্রষ্টা হিসেবে সম্বোধন না করা হয় বরং যদি প্রকৃতিক বলে সম্বোধন করা হয়; তাহলে জরুরী হয়ে যায় যে, প্রকৃতি প্রত্যেক ভূমির অংশে, ইউরোপের অনির্দিষ্ট ছাপাখানা সমূহও কারখানা সমূহ হিসাব করে করে মেশিন সমূহের ছাপাখানা সমূহকে পেতে হবে। যাহাতে ঐ মাটির টুকরার উৎস ও স্থল হওয়া অসংখ্য ফুল সমূহের ও ফলসমূহের অংকুরিত হওয়া ও তার রূপসমূহ রূপায়িত যেন হতে পারে। কেননা ফুলের জন্যে ফুলদানীর কাজ প্রদানকারী একটি কাঁচের ফুলদানী মাটির নিচে বীজ সমূহের দায়িত্ব প্রদানকারী অসংখ্য ফুল সমূহের পরস্পরের পৃথক হওয়া কৃতি ও রূপসমূহের গঠন ও রূপায়ন হতে পারে একটি কাবিলিয়্যাত (যোগ্যতা) বাস্তবে প্রদর্শন করছে। এখন এটা যদি মহান কাদিরে যুল-যালালকে সম্বোধন করত:প্রদান না করা হয় ঐ সময় ঐ কাচের মধ্যে যে মাটি রয়েছে তার মধ্যে প্রত্যেক ফুলের জন্যে আত্ম্যাধিক পৃথক প্রাকৃতিক একটি মেশিন থাকা আবশ্যকীয় হয়। এই অবস্থা তৈরী হওয়া জরুরী নতুবা এমন দাবি অসম্ভব। বীজগুলো কিন্তু বীর্য ও ডিমের ন্যায়। সবকটির মুলধাতু কিন্তু এক অর্থাৎ পানি থেকে সৃষ্টি (হাইড্রোজেন) এসিড থেকে সৃষ্টি (অক্সিজেন) কার্বন (কয়লা) নাইট্রোজেন বিন্যাস্থহীন, আকৃতিহীন, ময়দার ন্যায় মিশ্রিত থেকে তৈরী হওয়ার সঙ্গে, বাতাস, পানি, গরম, আলো সহ প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ও প্রাণহীন ও সবকিছুর সম্মুখে বন্যার ন্যায় একটি সিস্টেমে প্রবেশ করার ধরুন ঐ অসংখ্য ফুলসমূহের রূপসমূহ পৃথক পৃথক ও অতি সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞতার সাথে হওয়ার ধরুন মাটি থেকে বের হওয়া স্পষ্টভাবে ও বাদ্যগত ভাবে ফুটে উঠছে যে, ঐ কাঁচের মধ্যে অবস্থিত মাটিতে আধ্যাত্মিকভাবে ইউরোপের ন্যায় আধ্যাত্মিক ও ছোট পরিসরের ছাপাখানার ও কারখানা বিদ্যমান রয়েছে এটা সুদূর জীবন কাপড়ের থানসমূহ ও হাজার হাজার পৃথক পৃথক নকশার কাপড় চোপড়কে স্পষ্ট করে সাপ্লাই দেয়।

সুতরাং প্রাকৃতিবীদদের কুফুরী মতবাদ কি পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধি থেকে বাহিরে বিদ্যমান কর্মরত যুক্তি খাটাতে পার। এবং প্রকৃতিবাদকে টেবিলে নিয়ে আনা ব্যক্তি দেখতে পরিলক্ষীতে আবাল ও মাতাল যারা "শাস্ত্রবীদ ও বুদ্ধিমান আমরা বলে দাবি করে এমন অবস্থায় তারা জ্ঞান ও শাস্ত্র থেকে কি পরিমাণ দূরে অবস্থান করছে ও নিম্নে পতিত হচ্ছে এমন অসম্ভব ও কোন ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য বুদ্ধিমান না হওয়াটা এক নির্বোদ্ধীতাকে নিজে নিজে এক পথ গ্রহণ করাকে দেখ, হাস, এবং তাদের মুখে থু থু ফেল।

এখন যদি বল যে, বিদ্যমান অস্তিত্যকে যদি প্রাকৃতিকে সম্বোধনকরত প্রদান করা হয় তখন এরকম বিস্ময়কর অসম্ভবতা প্রতিষ্ঠা পায় অনাকাঙ্খিত স্থরে সমস্যাবলী সৃষ্টি হয়। এখন যদি যাতে আহাদ ও সামাদ আল্লাহকে সম্বোধন ও স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিলে তখন এই সমস্যাগুলো কিভাবে দূর হবে? এবং জটিল অসম্ভাব্যতা, ঐ সহজলভ্যতার কিভাবে পরিবর্তন হবে?

উত্তরঃ প্রথম অসাধ্য বিষয়ে, যেমনটি সূর্যের বিপরীত আলোকরশ্মি যথার্থ সহজভাবে জটিলতাহীন সর্বোচ্চ ছোট কোন অনুকে মনে করা যা সর্বোচ্চ বড় কোন সাগরের (মধ্যে তার) বিশালতা পরিমাণ সংস্পর্শ প্রভাবজনিত উদাহরণ সূর্যরশ্মির সাথে অতি সহজতরভাবে তাহা দেখানোর অবস্থায় যদি মূল সূর্য থেকে তার সম্বোধন কর্তন করা হয়; তখন প্রত্যেক অনুতে, প্রাকৃতিক, ও স্বশরীরে স্বয়ং একটি সূর্যের বাহ্যিক দেহ

অসম্ভব, অস্তিত্ব অসাদ্য স্থরে তার বিদ্যমান পাওয়া এক জটিলতার হওয়াটা গ্রহণ করতে একান্ত জরুরী হয়ে পরে। (আর আসলে প্রত্যেক বস্তুতে সূর্য দেখতে পাওয়ার স্বয়ং বস্তু সূর্য হওয়া অসম্ভব।

একিভাবে প্রত্যেক অস্বিত্বশীল বস্তু নিঃসন্দেহে মহান আহাদ সত্ত্বা ও সামাদ সত্ত্বাকে যদি তার সম্বোধন প্রদান করা হয়; তাহলে অবশ্যকীয়তার স্থরে এক সহজ্যতা, এক সরলতার সাথে এবং এক বন্ধন ও মশৃণতার সাথে প্রত্যেক বস্তু তাহার সাথে খুব সহজ্যভাবে সমস্যাযুক্তহীনভাবে যায়। আর যদি এই বন্ধণ কেটেফেলা হয় ও কর্মকর্তা রূপে কর্মে চালিয়ে না যায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় মন মত ও প্রকৃতিকে প্রদান করা হয়, তখন ঐ সময় অসাদ্য স্থরে লক্ষ খানিক সমস্যাসমূহ ও জটিলতার সাথে মাছির ন্যায় একটি জীবের দুনিয়ার ছোট একখানা সুচিপত্র হওয়া অতি আকস্মিক এই দেহ নামের মেশিনকে তৈরীকারী ভিতরের অন্ধ প্রকৃতির দুনিয়াকে সৃষ্টি করা ও পরিচালনা করবে এক কুদরত ও হিকমত এবং কর্তা হওয়াটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এমনটি যদি হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে অসাধ্য বরং হাজার অসাদ্যতার স্বাক্ষর রাখে।

পরিশেষে = যেভাবে আল্লাহ যাতে- ওয়াজিবুল-উজুদ এর শরীক ও সমকক্ষ অসম্ভব এবং অসাধ্য দাবী তেমনি রূবুবিয়্যাতের মধ্যে ও বস্তুর সৃষ্টিতে অন্যের প্রবেশকরণ সত্বাগত শরীক হওয়ার ন্যায় অসম্ভব ও অবাস্তব দাবী।

কিন্তু যদি দ্বিতীয় অসম্ভব এর সমস্যাসমূহ থেকে হয়, তাহলে গত কয়েক রিছালে সমূহে প্রমাণ করার ন্যায় যদি সমস্ত অস্তিত্ব বস্তুকে ওয়াহিদে আহাদকে সম্বোধন করে স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে সমস্ত বস্তু একটি বস্তুর ন্যায় সহজলভ্য ও স্বাভাবিক হবে। আর যদি সৃষ্টির বার্তা হিসেবে কারণ সমূহ ও প্রকৃতিকে প্রদান করা হয় তাহলে একটি বস্তু ও সমস্ত বস্তুর ন্যায় জটিল হওয়াটা অসংখ্য ও শক্তিশালী দলিল এর সাথে তা প্রমাণ করা হয়েছে। একটি দলিলের সারাংশ হল এই যে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন বাদশাহের সৈন্য হওয়ার বা কর্মকর্তা হিসেবে যদি প্রবেশ করে তখন ঐ সৈন্য বা অফিসার বাদশাহের কর্মকর্তা হওয়ার ক্ষমতার সাথে লক্ষ্যাধিক পরিমাণে স্বীয় একক ক্ষমতাকে বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছে ও ক্ষমতাবান হতে পারে। এবং বাদশাহর নামে মাঝে মাঝে শাহ হিসেবে প্রভাবিত হয়। কেননা, দেখাকৃত কর্মসমূহ ও প্রভাব সমূহের মাধ্যম ও ক্ষমতা সমূহ স্বীয় হস্তে বহন করছে না এবং বহন করতে বাধ্য হচ্ছে না। ঐ কর্মে প্রবেশ করার উপকরণের দ্বারা বাদশাহর ভান্ডার সমূহ এবং তার পেছনে কর্মকর্তা হিসেবে সৈন্য হওয়াটা হল, ঐ ক্ষমতা ঐ অস্ত্র সমূহকে বহন করছে। অর্থাৎ দেখাকৃত কর্মসমূহ শাহানে এর রূপে এক বাদশাহের কর্মের ন্যায়। এবং প্রদর্শিত কর্মসমূহ একজন সৈন্যর প্রভাবে তুলনা স্বরূপ বিস্ময়কর হতে পারে।

যেমন, একটি পীপিলিকা ঐ কর্মকর্তার বিবেচনায় ফেরাউনের প্রাসাদকে নষ্ট করেছে---- মশা ঐ কর্মের কর্তা হিসেবে নমরুদের মাথা টুকরাচ্ছে এবং এই সম্পৃক্ততায় একটি গমের বিচির ন্যায় একটি সরলবৃক্ষের বীজ, এত বড় একটি সরল বৃক্ষকে আবদ্ধ করছে। (**ব্যাখ্যা-** হাঁ যদি সম্পৃক্ততা হয় ঐ বিচি এলাহির কুদরত থেকে একটি আদেশ আনে পরে তার কার্যক্রমকে প্রস্ফুটিত করে আবার যদি এই সম্পৃক্তা কর্তন করা হয়, তখন ঐ বীজের সৃষ্টি এই বিশাল সরলবৃক্ষের থেকেও অনেক বেশী পাথেয় ও ইকতেদার ও শিল্পায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কেননা পাহাড়ের, ক্ষমতাময় প্রভাব হওয়া সুন্দর আকৃতির এই সরল বৃক্ষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও তার মাধ্যম সমূহ ঐ বীজের ন্যায় হওয়া কার্যক্রম আধ্যাত্মিক বৃক্ষের মধ্যে পাওয়াটা জরুরী হয়। কেননা ঐ বিশাল বৃক্ষের কারখানাটি আসলেই এই বিচি-ই ছিল। তার ভিতরে যে বৃক্ষ রয়েছে খোদায়ী কুদরতের দ্বারা প্রকাশ পায় তখন দেহবিশিষ্ট একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়)।

এখন যদি এই সম্পৃক্ততা কর্তন করা হয় আর ঐ কর্মকর্তার থেকে কর্মক্রম অব্যহতী করা হয়, তখন সে কাজের পাথেয় ও ক্ষমতা কোমরে ও কব্জির মধ্যে তাহা বহন করতে বাধ্য। ঐ সময় ঐ ছোট কব্জির ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় ও কোমর এর ভারী বহনীতার কর্ম দেখা দেবে। প্রথম কর্মসূচিতে অতি সহজতরভাবে দেখা কাজসমূহকে এই কর্মসূচিতে তাহা থেকে যদি চাওয়া হয় নিঃসন্দেহে তখন হাতের কব্জিতে একজন সৈন্য ও কোমরে একজন বাদশাহর প্রভাবকারী এক কারখানাময় ক্ষমতা দরকার যে হাসানোর জন্যে বিশ্মিতকারী নির্বোধরাও পরে ঘটনাবলীর বর্ণনাকারী মশকরা কারীগণ ও এই কল্পনা থেকে লজ্জিত হচ্ছে, হবে ।

পরিশেষে- واجب الوجود কে সকল وجود দেওয়া মানে হল وجوب এর স্থলে যেন এক সহজলভ্যতা রয়েছে। আর বিপরীত প্রকৃতিকে যদি প্রদান করা হয় তাহলে অর্থ দাড়ায় অসম্ভবতার স্থরে সমস্যাবলী এবং জ্ঞানের লেভেলের সম্পূর্ণ বাহিরের বিষয়।

তৃতীয়টি = এই অসম্ভবকে ব্যাখ্যাকারী অন্যান্য রিসালায় বর্ণনাকৃত ২টি উদাহরণ।

১নং = একটি প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে, যা সাহারা মরূভূমিতে আধুনিকতার পাথেয়ের প্রভাবে খুবই পূর্ণতার সহিত সজ্জিত করা হয়েছে। ঠিক ও ঐ **প্রাসাদে জংলী একজন মানুষ গিয়ে প্রবেশ করল** এবং থাকিয়ে দেখল যে, হাজার হাজার শিল্পের দ্বারা কি সুন্দর সবকিছু সজ্জিত করা হয়েছে। পরে স্বীয় মুর্খতা থেকে নির্বোদ্ধিতা থেকে চিন্তা করল যে এখানে বাহির থেকে কেহ প্রবেশ না করে এই প্রাসাদের মধ্যে বিদ্যমান বস্তু সমূহের থেকে কোন একটি বস্তু এই প্রাসাদকে অন্তর্ভূক্ত বিষয় সমূহের সাথে বরাবর এটা তৈরী করেছে, এভাবে বলে সে মনোযোগ দিতে শুরূ করল। যে বস্তুর দিকে থাকায় তার এই জংলী আকূল ও ভাবতে পারছে না যে এই প্রাসাদের সজ্জিত তৈরী অবস্থান কোন বস্তু করতে পরে। পরে সে প্রাসাদের রূপরেখা প্রদানকারী মূল কর্মপত্রে ও বস্তু সমূহে সূচিতে ও পরিচালনার নীতিমালার ভিতরে লিখিত হওয়া একটি খাতা দেখতে পেল। এমনিতেই হাতহীন, চক্ষুহীন, হাতুড়িহীন হওয়া ঐ খাতা মনে হয় অন্যান্য জিনিস বস্তুর ন্যায় সজ্জিত করতে পারে। কিন্তু উপায়হীন হয়ে বাধ্যগত হয়ে, শেষ বস্তুর বিবেচনায় জ্ঞানের পরিধির এক শিরোনাম হওয়ার দৃষ্টিতে, ঐ প্রাসাদের সবকিছুই এই খাতার মধ্যে বিদ্যমান তথ্য দেখতে পাওয়ায় বলে উঠল যে, হাঁ এইতো এই খাতাই আকৃতি, সজ্জিতকরণ, আকর্ষিতকরণ এই বস্তু সমূহ বানিয়েছে ও প্রাসাদের সবকিছু করেছে, ফলে সে তার জংলীমানা নির্বোদ্ধিতা, মাতলামী অকত্য বেহুদা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

সুতরাং হুবহু এই উদাহরণের ন্যায়ঃ অসংখ্য উদাহরণ এমন রয়েছে যেমন আলোচ্য প্রাসাদ থেকে অনেক সুপরিবেশীত অনেক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বদিকে অলৌকিক রূপে রূপায়নকৃত এই প্রাসাদের দুনিয়ার ভিতরে মহান এলাহীকে অস্বীকার করার পথে গত “প্রাকৃতিবিদ চিন্তাচেতনা বহনকারী এমন জংলী এক মানুষ দীক্ষিত হচ্ছে। অসম্ভবতার বাহিরের ক্ষেত্রে হওয়া যাতে-ওয়াজিবুল-উযুদের শিল্পায়নের চিহ্নগুলো চিন্তা না করে বরং এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, সম্ভবতার ক্ষেত্রে এলাহীর ক্ষমতা লিখে নষ্ট করে এমন মনোভাবের ক্ষেত্রে ও এলাহির কুদরতের বানানো নীতিমালার পরিবর্তন ও পরিদর্শনকারী প্রকৃতিকে **একটি খাতা** হাওয়াটা এবং খুবই ক্রুটিপূর্ণ ও ভূল হওয়ার প্রকৃতি এর নামে প্রদানকারী এক এলাহীর অভ্যাসগত কানুনী কিতাব ও রাব্বানী শিল্পের সুচিপত্র দেখতে পায়। এবং বলে যে, যেহেতু এই বস্তু একটি কারণ খুজে আর কোন কিছুই এই খাতার ন্যায় কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক দেখাচ্ছে না। তাহলে কোন ক্ষেত্রেও জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না যে ক্ষমতাহীন প্রাণহীন নিষ্ক্রিয় এই খাতা সাধারণ পালনকর্তার কাজ যেটা ও অসীম ক্ষমতায় যা দাবী করে

সেইভাবে সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু আমি পুরাতন শিল্পী (আল্লাহ) কে গ্রহণ করছি না তাহলে সবচেয়ে মুনাসিব হল সবকিছু এই প্রাসাদের এই খাতাই তৈরী করেছে। আমরা ও বলি যে,

হেঁ, বোকাদের থেকে নির্বোধ বোকামীতে বিদ্ধ পাগল। তোমার মাথাকে প্রাকৃতিবীদদের গোবর থেকে বের করে পিছনে আন ও একটা অনু থেকে শুরু করে গ্যালাক্সী পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব আলাদা আলাদা ভাষায় সাক্ষী প্রদান করা সমূহ এবং আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত প্রদানসমূহ এক যুল-জালাল সত্বাকে দেখ এবং এই প্রাসাদের সৃষ্টিকারী ও এই খাতার মধ্যে প্রাসাদের কার্যক্রম বন্দোবস্তকারী নাক্কাসে-আযাল আল্লাহর উজ্জলতাকে লক্ষ কর ফরমান সমূহে থাকাও ক্বোরআনের দিকে শ্রবন কর আর এই বকবকানী নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

২নং = অতি অনাধুনিক জংলী কোন ব্যক্তি যে পরিচ্ছন্ন, নিয়মানুবর্তী কোন সৈন্য ছাউনিতে প্রবেশ করে অতি সুশৃঙ্খল এক সৈন্যদের সার্বজনীন কোন শিক্ষাপ্রবণ ক্লাশ সমূহ ও সুশৃঙ্খল গতিময়তাকে লক্ষ করল। এক কামান্ডারের গতিসঞ্চারের কামান্ডের দ্বারা একটি তাবু সৈন্যদল গ্রুপ দাঁড়ায় বসে দৌড়ায় বন্দুকের অর্ডারের হুকুমগুলো প্রত্যক্ষকরণ করে । এই লোকটির অনার্যোচিত জংলী জ্ঞান ব্যাপারটাকে একজন কামান্ডারের রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে ও বাদশাহর নীতিমালার সাথে আদেশ নিষেধকে না বুঝে এটাকে অস্বীকার করার থেকে এই সৈন্য ছাউনির প্রেক্ষাপটকে **দড়ির** দ্বারা পরস্পরের সাথে বেষ্টিত হওয়াটাকে কল্পনা করে। আর এই কল্পিত দড়ি, যা কি পরিমাণ বিস্ময়কর দড়ি হতে পারে এটা চিন্তা করে করে লোকটি গবেষণালব্ধ অবস্থায় যেন রয়েছে।

পরে চলে যায়....আয়াসুফিয়ার ন্যায় (তুর্কিতে ৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ইবাদাত শুরু হয় যেখানে) অতি সুসজ্জিত এক জামে মসজিদে যায়। জুমার নামাজে মসজিদে প্রবেশ করে। এই মুসলমানদের জামাতের এক ব্যক্তির ধ্বনিতে দাড়ানো, আনত হওয়া, সিজদা করা, বসাকে ও দেখতে পায়। আধ্যাত্মিক ও আসমানী নীতিমালার সবকটির বাস্তবরূপ হওয়া শরীয়ত ও শরীয়তের স্রষ্টার হুকুমসমূহ থেকে আগত মা'নাবী নিয়মনীতি সমূহের ইঙ্গিত না বুঝার কারণে, এই জামাতকে বস্তুবাদী **দড়ির** সাথে জড়িয়ে ও এই অদ্ভূত রশি সমূহ জামায়াতের মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করে তারা এমনটি খেলা করছে কল্পনা করে করে এমন জংলী মানুষের আকৃতিতে জানোয়ার প্রাণীরাই হাসবে এমন স্বরে মশকরাময় এক চিন্তায় বিদ্ধ হয়ে চলতে থাকে লোকটি।

অতএব একিভাবে এই উদাহরণের ন্যায়, সুলতানে আযাল এবং আবাদ আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যবাহিনীর শালীন এক সৈন্য ছাউনী হওয়া এই পৃথিবী এবং এই সময়সীমাহীন মা'বুদের সুশৃঙ্খল এক মসজিদ হওয়া এই দুনিয়া জংগলের কেন্দ্রে অস্বীকারকারী প্রকৃতিবাদকে বহনকারী অবিশ্বাসকারী প্রবেশ করছে। ঐ সুলতানে আবাদের হেকমত সমূহ থেকে আগত দুনিয়ার পরিচালনা নীতির আধ্যাত্মিক নিয়মনীতি যেগুলো একেকটি বস্তুবাদমুখী মুলধাতুকে ধর্তব্য করে এবং সুলতানে রূবুবিয়্যাতের কানুন সমূহের বিবেচনায় এবং এই আযালী মা'বুদের এত ফিতরী শরীয়তের আধ্যাত্মিক ও কেবল ইলমি অস্তিত্য খুঁজে না পাওয়া নির্বোধদেরে ও তাদের বন্ধুদেরে একেকটি বহিরাগত অস্তিত্ব ও বস্তুর এবং একেকটি ধাতুকে কল্পনা করত: কুদরতে এলাহীর কাছে এই ইলিম ও কলম থেকে আগত এবং কেবল ইলমের অস্তিত্ব পাওয়া ঐ কানুন সমূহের প্রতিষ্ঠা করতে এবং হাত সমূহকে তৈরী করে দিতে পারে তাদেরকে প্রকৃতিবৃন্দ নামে নির্বোধিতা প্রদান করত: এবং কেবল এক কুদরতে

রাব্যানিয়্যার জালওয়া হওয়া ক্ষমতায় এক ক্ষমতাশীল ও নিজে নিজেকে এক ক্ষমতাবান হিসেবে তুলে ধরা উল্লেখিত দড়ির উদাহরণের নির্বোধ থেকে হাজার বার নির্বোধিতার চেয়ে আরও বেশী মুর্খতা ছাড়া বৈ কিছু নহে।

পরিশেষে = প্রাকৃতিবীদদের সন্দেহময় ও আসল নহে এমন প্রাকৃতিক বিষয়াবলী যা তারা বলেছে যদি সত্য হয়েও যায় ও বাস্তবতার বাহিরে ও যদি হয়; সর্বোচ্চ এক শিল্পায়ন হতে পারে, কিন্তু শিল্পী হতে পারবে না। একটি নকশা হতে পারে, কিন্তু নকশাকারী নহে। নির্বোধ হতে পারে, কিন্তু হাকিম হতে পারে না। এক ফিতরী শরীয়ত হতে পারে, কিন্তু বিধানকর্তা হতে পারবে না। মাখলুক এক সম্মানী পর্দা, কিন্তু স্রষ্টা হতে পারে না। আবেগাপ্লুত এক প্রাকৃতিক স্বভাব হতে পারে, কিন্তু ফাতির নহে (প্রকৃতির স্রষ্টা নহে) কানুন হতে পারে কিন্তু ক্ষমতা নহে, ক্ষমতাবান হতে পারে না। রুলার (মাছতার) হতে পারে কিন্তু বের হওয়ার জায়গা (মাছদার) হতে পারে না।

উপসংহার= যেহেতু সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, যেহেতু ১৬নং নোটের প্রথম দিকে বর্ণনাকৃত হওয়ার ন্যায়; সৃষ্টির অস্তিত্ব জ্ঞানের পরিধি, ধরন, প্রকারের মাধ্যমে চারটি পথের থেকে অন্য কোন পথকে কল্পনা করা অসম্ভব। আর এই চারটি পথের ক্ষেত্র থেকে তিনটি যা প্রত্যেকটিকে তিন তিনটি স্পষ্ট অসম্ভবতা থেকে প্রমাণ করায় তাহা বলা এখন বাতিল, অগ্রহনযোগ্য যা অকাঠ্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন অবশ্যই খুলাখুলি ভাবে একান্ত আবশ্যকীয়তার দৃষ্টিতে চতুর্থ পথ হওয়া একত্ববাদের পথ শক্তভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। আর এই চতুর্থ পথ যখন সঠিক পথ হবে, তখনই রচনার প্রথম দিকের আয়াত ছিল-

(ইব্রাহিম ১০) اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

সন্দেহহীন,ধারণাহীন স্পষ্টতর ওতপ্রোতভাবে ذات واجب الوجود এর মালিকানায়------এবং প্রত্যেক বস্তুই নিঃসন্দেহে কুদরতের অসীম ক্ষমতা থেকে এই সৃষ্টির আগমনটি ------আকাশমন্ডলী ও ভূমি তারই নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছার উপর পাওয়া যাওয়াটা অকাঠ্যভাবে প্রমাণিত দেখাচ্ছে।

হে কারণ নির্ভর ও প্রকৃতি নির্ভর উপাসনাকারী নিরুপায় ব্যক্তি। যেহেতু সবকিছু প্রাকৃতিক, সবকিছুর ন্যায় সৃষ্টি (মাখলুক)। কেননা, শিল্পায়ীত এবং নতুন করে হচ্ছে ---এমনকি সকল সৃষ্টবস্তুর ন্যায় বাহ্যিক কারণসহ ও একটি উৎপন্যদ্রব্য এবং যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব খুব বেশী সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মুখাপেক্ষী। আর এই অবস্থায় এই প্রকৃতিকে আবিষ্কারকারী ও এই কারণকে সৃষ্টিকারী একজন নিরংকুশ সর্বশক্তিমান রয়েছেন। এবং এই পূর্ণাঙ্গ সর্বশক্তিমানের কি প্রয়োজন আছে যে সাধারণ মাধ্যমকে অন্য কাউকে পালনকর্তার সাথে ও সৃষ্টিকর্তার কর্মের সাথে শরীক করার । কখন ও নয় **বরং সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বস্তুকে কারণের সাথে সৃষ্টি করে তার ইছিম সমূহের চাকচিক্যময় উজ্জলতাকে এবং তার হিকমতকে দেখানোর জন্যে এমন করা**। একটি তরতিব ও সুশৃঙ্খলার সাথে বাহ্যিক এক কারণ প্রদর্শন করা এক ইশারা প্রদানের দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক ক্রুটিবলি অহিতৈষীতা সমূহে ও মন্দগুণাবলীতে ফিরানোর মনোভাবের জন্যে কারণ সমূহ ও প্রাকৃতিকে কুদরতের সামর্থ্যতাকে পর্দায় রেখে দিয়েছেন। সম্মান ও আকৃতিকে হেফাজত করেছেন। মনে কর এক ঘড়িওয়ালা ঘড়ির চক্রাবলী তৈরি করতঃ পরে চক্রাংশের সাথে শৃঙ্খলবাবে বিন্যাস্ত করে। এটা কি সহজ না

বিস্ময়কর এক মেশিনে ঐ চক্রসমূহে কার্য করার পরে ঘড়ি তৈরী সংক্রান্ত বেজ বিশেষ নিষ্ক্রীয় ঐ মেশিনকে প্রদান করে তা তৈরী করা: অতি সহজ কোনটি? মূলত বিষয়টা কি সম্ভবতার বাহিরে নয় কি?

চল এখন তুমি ঐ বে-ইনসাফী আক্বলের দ্বারা বল যে, তুমি মনে মনে হাকিম হও? বা একজন লেখক, কালী কলম ও কাগজ আনা হল। এগুলো প্রত্যেকটি নিজে নিজে এই কিতাব যদি লিখতে পারে, এমনটি বেশি সহজ নাকি এই কাগজ কালী কলমের মধ্যে এই কিতাবকে অনেক শিল্পায়ীতকরন করা অনেক কষ্টকর কেবল ঐ কিতাবে বিশেষায়ীত হওয়াতে একটি ছাপার মেশিন আবিষ্কার করা বেশি সহজ পরে নিষ্ক্রীয় প্রাণহীন ঐ মেশিনকে বল যে, চল তুমি লেখ এমনটি বল যে নিজের থেকে কিছু না জড়ানো এটা কি সহজ? মূলত: শতগুন লেখা থেকে অনেক কষ্টকর নয় কি?

এখন যদি বলা হয় যে, হাঁ, একটি কিতাবকে সংকলন করত: ছাপাকারী কোন মেশিনকে তৈরী করা ঐ কিতাব তৈরীতে শতগুণ কষ্টকর। তবে ছাপাকারী মেশিনের দ্বারা অনেক সহজতর ব্যাপার এখনও রয়েছে যা হল এক কিতাব থেকে অসংখ্য কপি তৈরী করার ক্ষেত্রে শতগুন উপকারী? এখন কি বলবেন?

উত্তরঃ নাক্কাশে-আযাল আল্লাহ সীমাহীন তার ক্ষমতার দ্বারা, অসংখ্য নামসমূহের তাজ্জালীসমূহকে সবসময় সতেজ করত: পৃথক পৃথকভাবে দেখানোর জন্য, বাস্তব শনাক্ত হওয়া ও বিশেষ চেহারা সমূহ এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কোন প্রকার সামাদানী মাকতুব এবং কোন রাব্বানী কিতাব অন্যান্য কিতাব সমূহ, যা একি আয়নায় আনা সম্ভব নহে। প্রত্যেক অবস্থায়, পৃথক অর্থময় সুবিধা গ্রহণের জন্য পৃথক এক চেহারা আন্বেষণ করবো যদি চক্ষু থাকে তাহলে তুমি মানুষের চেহারার দিকে তাকাও দেখ যে অদম (আ:) এর যামানা থেকে এখন পর্যন্ত বরং কোথাও পর্যন্ত এই ছোটখাটো চেহারার মধ্যে মূল গঠনপ্রণালীকে একিস্থানে রাখার সাথে প্রত্যেকটি চেহারা সমস্থ উপস্থিত অনুপস্থিত চেহারার বিবেচনায় প্রত্যেক চেহারা পরস্পরের বিপরীত এক পার্থক্যরণীয় চিহ্ন রয়েছে, আর এটা হওয়া শক্তভাবে প্রমাণিত। ফলে প্রত্যেকটি চেহারা আলাদা আলাদা একেকটি কিতাব স্বরূপ। কেবল শিল্পায়নের সুসজ্জিত কারণের জন্য পৃথক এক লিখিত পোষাক ও পৃথক এক তারতিব ও সংকলন চায়। এখন যে অসম্ভব কর্তব্য হওয়া প্রতিবাদকে এক ছাপাখানার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলাম, কিন্তু একটি ছাপাখানায় সংশ্লিষ্ট হওয়া ব্যবস্থাপনায় ছাপানো অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সমন্বয়ের ধাক্কা দেয়া থেকে অন্য কিছু এই ব্যবস্থাপনায় আবিষ্কারের থেকে আবিষ্কারসমূহ শতগুন বেশি মুসকিল এমন প্রাণীর দেহের উপাদান সমূহ, ধাতুসমূহ দুনিয়ার সর্বদিকে বিশেষ পরিমাপের দ্বারা ও বিশেষ কোন সুবিন্যস্তের সাথে তৈরি করা ও নিয়ে আসা ও ছাপাখানার হাতে দেওয়ার জন্যে আবার নতুন করে ঐ ছাপাখানাকে সৃষ্টিকারী কাদিরে-মুতলাকের কুদরতের ও তার ইচ্ছার উপর নির্ভর ও মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ ছাপাখানার কর্মপন্থার সম্ভাবনা ও কর্তব্যপর অবস্থান সবকিছুই যেন এক নির্বোদ্ধিতা বৈ কিছু নহে।

সুতরাং এই ঘড়িও কিতাবের উদাহরণ সমূহের ন্যায়, যুল-যালাল সবকিছুর স্পষ্ট ক্ষমতাবান, বস্তুর কারণ সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। হিকমতের সাথে বস্তুসমূহকে কারণ সমূহের সাথে জড়াচ্ছেন। দুনিয়ার নড়াচড়ার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর সচরাচর নীতিমালার থেকে স্পষ্ট হওয়া এলাহির বড়ত্বের ফিতরী শরীয়তের একটি বিজলী ও বস্তুর ঐ জলওয়ার প্রতি কেবল হুবহু এক আয়না ও একটি বিপরীত বস্তু হওয়া প্রাকৃতির বস্তুর ইচ্ছার সাথে সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। এবং ঐ প্রাকৃতির বাহ্যিক অস্তিত্ব স্পষ্ট হওয়ার কারণ কুদরতের সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং বস্তুকে ঐ প্রকৃতির উপরে সৃষ্টি করে প্রত্যেকটাকে মিশ্রিত করেছেন।

মূলতঃ অতি উচ্চ স্থরে বুদ্ধিমান হওয়া ও অসংখ্য দলীল সমূহের ফলাফল হওয়া এই বাস্তবতার গ্রহণীয়তা কি বেশি সহজতর ---- এটা অস্তিত্বের স্থরে জরুরী নয় কি? নতুবা প্রাণহীন সৃষ্ট. শিল্প সাধারণ হওয়া ঐ কারণ ও প্রকৃতি বলার উৎসসমূহ প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বে প্রয়োজন অসংখ্য সরঞ্জামও যন্ত্রপাতি প্রদান করতঃ হেকমতপূর্ণ ভাবে, শুক্ষ দৃষ্টিপাতের দ্বারা হওয়া কর্মসমূহ নিজে নিজে করে ফেলা নাকি বেশী সহজতর? মূলতঃ অসম্ভব স্থরের মধ্যে সম্ভাবনার বাহিরে এটা নয় কি? তোমার এই ইনসাফহীন মগজের মধ্যে থাকা ইনসাফের জন্যে হাওলা করলাম।

এখন অস্বীকারকারী ও প্রাকৃতিবাদী বলছে যে, যেহেতু আপনি আমাদের ইনসাফের প্রতি আহ্বান করছেন। আর আমিও বলছি যে, এখন পর্যন্ত ভূল পথে আমার যাবার রাস্তা যেমন শতগুণের ক্ষেত্রে অসম্ভব তেমনি অতি ক্ষতিকর ও অসীম দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট এক পেশা হওয়াটাকে স্বীকার করছি। আপনার থেকে গত হওয়া সমস্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, দানা পরিমাণ সাধারণ প্রাণীও বুঝতে পারবে যে, কারণ সমূহ ও প্রকৃতিকে স্রষ্টার দায়িত্ব দেওয়া অসম্ভব। অপ্রাপ্ত্য এবং প্রত্যেক বস্তু নিঃসন্দেহে واجب الوجود আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে সম্বোধন করা, আবশ্যকীয় না দিলে নয় এমন। আলহামদুলিল্লাহি আলা-ল ইমান বলে আমি বিশ্বাস (ঈমান) গ্রহণ করছি।

তবে কেবল একটি সন্দেহ আমার আছে জনাবে হক আল্লাহকে স্রষ্টা হওয়াটা আমি গ্রহণ করছি। কিন্তু অনেক সাধারণ কারণ সমূহের গুরুত্বহীন বস্তু সমূহের মধ্যে সৃষ্টিতে প্রবেশ করাটা ও একাংশ উত্তমগুণের বদলা তার প্রশংসা করা ও অর্জন করা রুবুবিয়্যাতের বাদশাহীতে কি ক্ষতি করবে ? তখন আল্লাহর সালতানিয়্যাতের ক্ষতি হবে কি?

উত্তরঃ অনেক রিছালাতে অকাঠ্যভাবে প্রমাণ করার ন্যায়ঃ হাকিমিয়্যাতের শানে প্রভাবিত কাজে অন্যের প্রবেশ প্রত্যাখ্যিত। এমন কি নিম্ন লেভেলের কোন বিজ্ঞ হাকিম কোন অফিসার শাসন ক্ষমতার স্থরে শিশুর ন্যায় ও প্রবেশ করাকে গ্রহণ করে না। এমনকি শাসন ক্ষমতায় প্রবেশকরণ আন্দাজের অনুমানের সহিত কিছু দ্বীনদার বাদশাহগণ খলীফা হওয়ার অবস্থায় নিস্পাপ সন্তানাধিদেরে হত্যা করা সমূহে "প্রবেশের প্রত্যাখ্যান কানুনের হাকিমিয়্যাতে কি পরিমাণ কাঠোরগত ছিল তাহা প্রদর্শন করছে" । কোন এক এলাকা থেকে দুইজন অফিসার মনে কর, এমনকি, মনে কর শুধুর একটি রাষ্ট্রে দুইজন বাদশাহ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় প্রবেশকরণ শাসন ক্ষমতার স্বনির্ভরতার দাবী করা নীতিমালায় শরীক হওয়ার নিষেধাজ্ঞা, মানব ইতিহাসে অনেক উদ্ভুত জঞ্জালের সাথে ক্ষমতা সমূহ প্রদর্শিত হয়েছে। মূলত: দূর্ভাগ্য ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী এখন মানুষের মধ্যকার নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার এক প্রতিচ্ছায়াকে ঐ পরিমাণ প্রবেশ করণকে প্রত্যাখ্যান এবং অন্যের প্রবেশ করণে নিষেধ প্রদানে ও শাসন ধারায় শরিক, গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে ও স্বীয় লেবেলে স্বনির্ভরতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত স্বপক্ষপ্রীতির সাথে রক্ষা করার কার্যক্রমকে লক্ষ কর। পরে হাকিমিয়্যাতের মুতলাক্ব এর প্রতি পালনকর্তা, স্থরে ও নেতৃত্বের সাধারণ স্থরে এলাহিয়্যাতের ক্ষেত্রে ও স্বনির্ভরতার সাধারণ একত্ববাদের স্থরে ও অসীম মুখাপেক্ষীহীনতা (ধন-ভান্ডার) অসীম ক্ষমতার স্থরে এক যাতে যুল-যালালের ক্ষেত্রে এই মানুষের প্রত্যাখ্যাত শরিকানা ও অংশীদারী কি পরিমাণ অগ্রহণীয় একিভাব কি পরিমাণের স্থরে ঐ হাকিমিয়্যাতের জরুরী এক প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় এক প্রেক্ষাপট হওয়াটাকে তুমি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পার। এবার সন্দেহের দ্বিতীয় অংশ হল যে,; কিছু কারণসমূহ কিছুক্ষেত্রে কিছু ইবাদত সমূহ যদি আল্লাহর দিকে না ফিরে আছবাব এর দিকে ফিরে তাহলে ঐ মুতলাক মা'বুদের ওয়াজিবুল উযুদ সত্ত্বার প্রতি লক্ষকারী অনু থেকে গোলামী পর্যন্ত সৃষ্টিজীবের ইবাদত সমূহ থেকে তার কি ফায়দা বা ক্ষতি সাধিত হবে?

উত্তরঃ এই কায়েনাতের হাকিম আল্লাহ, কায়েনাতকে একটি বৃক্ষের নমুনা স্বরূপ সৃষ্টি করত: তার সর্বোৎকৃষ্ট ফলকে প্রাণবন্ত ও প্রাণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টমানের ফলাদি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এবং মানুষের সর্বোচ্চ গুরূত্বপূর্ণ বরং মানুষের সৃষ্টির ফলাফলের এবং ফিতরাতী উদ্দেশ্য ও হায়াতের পরিনাম হওয়া শুকুর ও তার ইবাদত যা ঐ হাকিমে মুতলাক্ব ও আমিরে মুছতাক্বিল নিজেকে ভালবাসাতে ও পরিচিত করার জন্যে দুনিয়াকে সৃষ্টিকারী এই ওয়াহিদে আহাদ সমস্ত কায়েনাতের ফল হওয়া মানুষকে ও মানুষের সর্বোচ্চ ফল হওয়া শুকুর গোজারী ও তার এবাদত অন্য কাহারও হাতে কে দিতে পারে? সমস্ত হিকমত সমূহের দুশমন হিসেবে সৃষ্টির ফলাফল ও কায়েনাতের পরিণতি কি উদ্দেশ্যহীন হবে কি? অসম্ভব ও কখনও নয়---- যেমন হেকমতকে ও তার রূবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করাতে এক নিয়মে যা সৃষ্টি জীবের এবাদত সমূহকে অন্যকে দিয়ে সন্তুষ্টি অর্জন হবে কি? কোন কিছু এমনটি অনুমতি দিবে কি? এবং তেমনি অসংখ্য এক স্থরে নিজেকে পছন্দ করাতে ও পরিচয় করানোর কর্মকান্ড দ্বারা প্রদর্শন করানোর অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা ও চাওয়া পাওয়া সমূহকে প্রেম ভালবাসা, ও এবাদত সমূহকে অন্য কোন কারণের সাথে জড়িয়ে বা দিয়ে নিজেকে ভূলিয়ে দিয়ে কায়েনাতের সুউচ্চ উদ্দেশ্যাবলীকে অস্বীকার করাতে কি পারে?

হে তাবিয়াত পারাছত (প্রাকৃতিবাদীতা) থেকে ফিরে আসা ভাই! চল তুমি বল! এখন সে বলল যে, "আলহামদুলিল্লাহা" এই দুটি সন্দেহ সমাধান হওয়ার সাথে সাথে এলাহির একত্ববাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ও আসল মা'বুদ আল্লাহ হওয়াটা এবং তার স্থলে অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত না হওয়াটা ঐ পরিমাণ চমৎকার ও শক্তিশালী দুটি প্রমাণ আপনি দেখালেন যে, এগুলোকে অস্বীকার করা সূর্য ও দিনের আলোকে অস্বীকার করার ন্যায় এক বড়ত্বের প্রতিযোগিতামূলক অহংকার বৈ কিছু নহে।

* যবনিকা *

প্রকৃতিবাদী কুফুরী চিন্তা-চেতনাকে বর্জনকারী ও ঈমানের ভিতরে প্রবেশকারী ব্যক্তিত্ব বলছে যে, আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এক আল্লাহর প্রতি) আমার কোন সন্দেহ বাকী নেই তবে কেবল বিষাদচিন্তার বাধ্যকৃত কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম প্রশ্নঃ অনেক অলসদের থেকে ও নামাজ বর্জনকারীদের থেকে জানছি, তারা বলছে যে, জনাবে হক্ব আল্লাহর আমাদের এবাদতসমূহ থেকে কি প্রয়োজন রয়েছে যে, যা ক্বোরআনে কঠোরভাবে এবাদত যারা ছেড়ে দিয়েছে তাদের ধমক প্রদান করত: জাহান্নামের ন্যায় প্রচন্ড আতঙ্কজনিত শাস্তির সাথে হুমকি প্রদান করছেন। মধ্যপন্থা যথাযথতা, ন্যায়পরায়ন হওয়া ক্বোরআনের উক্তবাণী কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে যে, সাধারণ একটি নগন্য ভুলের জন্যে চূড়ান্ত কঠোরতা কিভাবে প্রদর্শন করছে?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহ তোমার এবাদতের এমনকি কোন কিছুতেই মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু তোমার নিজের জন্যেই এবাদাত প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকভাবে তুমি অসুস্থ বটে। এখন যদি এবাদাত কর, আধ্যাত্মিক ক্ষতসমূহ দ্রুত আরোগ্য হওয়ার ঔষধের মাধ্যম হওয়ায় আমরা অনেক রিসালাতে এটা প্রমান করেছি। মূলত: একজন অসুস্থ লোক তার এই অসুস্থতা সম্পর্কে সহানুভূতিশীল একজন বিজ্ঞকে উপকারী ঔষধাবলী খাওয়ানোর ক্ষেত্রে

জেদবশতঃ যদি সে ডাক্তারকে বলে যে তোমার কি ঠেকা পড়েছে যে, আমাকে এই রকম লাগাতার ঔষধ খাওয়াচ্ছ? এই কথাটি কি পরিমাণ অহেতুক আশা করি বুঝতে পারচ্ছ।

কিন্তু ক্বোরআনের এবাদত ছেড়ে দেওয়ার শক্ত হুমকি এবং যদি কঠোর শাস্তি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে কিভাবে একজন বাদশাহ তার মুল্যায়ন নাগরিকের অধিকার হেফাজত করার জন্যে সাধারণ কোন লোকের যে তার রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ত তাহার কোন অধিকারে হরণ করণ এমন কিছুতে অনেক কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করতে ঐ সাধারণ লোককে একিভাবে এবাদত ও নামাযকে বর্জনকারী ব্যক্তি সময়ের সীমাবদ্ধহীন সুলতান ও চিরঞ্জীব আল্লাহর গোলামের হুকুমে হওয়া ব্যক্তির বিদ্রুহীতা সৃষ্টি জীবের অধিকারে গুরূত্বপূর্ণ এক বাড়াবাড়ি ও আধ্যাত্মিক এক অত্যাচার হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা সৃষ্টি জীবের ক্রটিহীন পূর্ণাঙ্গতা মহান স্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিপাতি চেহারা সমূহে তাছবিহ ও এবাদতের সাথে প্রকাশ পায়। এবাদত তরককারী সৃষ্টি জীবের এবাদতকে দেখতে পায় না ও দেখা অসম্ভব। বরং হয়তো অস্বীকার করতে পারে। ঐ সময় এবাদত ও তাছবিহ এর পয়েন্টে উচ্চ পর্যায়ে পাওয়া ও প্রত্যেকেই একেকটি মাকতুবে সামাদানী ও একেকটি রাববানীর গুণাবলীর আয়না হওয়া সৃষ্টিজীব উচ্চ স্থর সমূহ থেকে নিম্নে আসাতে ও গুরূত্বহীন, দায়িত্বহীন, নিক্রীয়, পেরেশান এক দায়িত্বে মুখোমুখী হওয়ার পরে সৃষ্টিজাতকে অবহেলা করে। তার পূর্ণাঙ্গতার গুণকে অস্বীকার করে তার সাথে বাড়াবাড়ি করে। **হাঁ,প্রত্যেকেই কায়েনাতকে স্বীয় আয়না দিয়ে দেখে**। মহান আল্লাহ মানুষকে কায়েনাতের জন্যে মানদন্ড, এক পরিমাপক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক মানুষের জন্যে এই পৃথিবী থেকে বিশেষ এক দুনিয়া প্রদান করেছেন। আর ঐ দুনিয়ার রং ঐ মানুষের বিশ্বাসের অন্তদৃষ্টিতে দেখাচ্ছে। যেমন হতাশ ও অতি বিষন্নপ্রদ হওয়া ক্রন্দনকারী একজন মানুষ, সৃষ্টিজীবকে ক্রন্দীত ও হতাশাগ্রস্থভাবে দেখে আবার অতি আনন্দিত ও প্রফুল- সুসংবাদগ্রহনী ও পূর্ণাঙ্গ উৎফুল্লে হাসা অবস্থায় কোন ব্যক্তি; দুনিয়াকে উৎফুল্ল হাস্যময়ী দেখার ন্যায়, তাফাক্কুর অবস্থায় ও জেদী আকৃতির তাছবিহ ও এবাদতকারী কোন ব্যক্তি; সৃষ্টিজীবকে বাস্তবিক দৃষ্টিতে বিদ্যমান ও নিঃসন্দেহে সত্য হওয়া এবাদত ও তাছবিহাতের মধ্যে ব্যস্থ হওয়া এক রকমের জানতে পারে, দেখে। আবার গাফিলতির অবস্থায় এবাদাত তরককারী কোন ব্যক্তি; সৃষ্টিজীবকে বাস্তবতার পূর্ণতায় পুরোপুরিভাবে বিপরীত ও বিরোধী ও ক্রটিপূর্ণ কোন আকৃতিতে সন্দেহ ভাবাপন্ন হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে এগুলোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। এমনকি, ঐ নামাজ তরককারী ব্যক্তি নিজে নিজের মালিক না হওয়ার কারণে, তার মালিকের একজন বান্দা হওয়া স্বীয় নফসের সাথে জুলুম করছে। তার মালিক এই বান্দার সম্পর্কে তাহাকে তার নফসে আম্মারা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কঠোরভাবে হুমকী ধমকি দিচ্ছেন। এবং সৃষ্টির ফলাফল ও ফিতরতের উদ্দেশ্য হওয়া এবাদাতকে ছেড়ে দেওয়ার ধরূন এলাহীর হিকমত ও রাব্বানিয়্যাতের ইচ্ছার সম্মুখে একটি হুকুমে প্রবেশ করে। আর এই জন্যে শাস্তির মুখোমুখী করা হয়।

শেষকথা**, এবাদতকে তরককারী ব্যক্তি যেমন স্বীয় নফসের প্রতি জুলুম করে। আর জুলুম নফসের প্রতি হলে জনাবে হক্কের বান্দা ও সে তার মালিকানাভূক্ত তেমনি কায়েনাতের পরিপূর্ণতার হকের প্রতি এক উপেক্ষাকরণ ও একটি জুলুম। হা, যেমনটি কুফুরী, সৃষ্টি জীবের বিপরীত এক অবজ্ঞা, এবাদত তরক করা ও কায়েনাতের কামালাতের প্রতি এক অস্বীকৃতি**। তেমনি এলাহির হিকমতের সম্মুখে একটি অবস্থা হওয়া থেকে কঠোরভাবে ভীতি প্রদর্শন করা ও শক্তভাবে শাস্তির উপযুক্ত হয়। অতএব, এই উপযোগিতা ও উল্লেখিত বাস্তবতাকে অবহিতকরণের জন্যে ক্বোরআনের অলৌকিক তথ্য প্রদানমূলক বর্ণনা বিস্ময়করভাবে এক গঠন পদ্ধতিতে ঐ কঠোরতার ঘোষণার পন্থা স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতঃ অতপ্রোতভাবে হাকীকাতের দৃষ্টিকোণে অলংকারের অন্তর্ভূক্ত হওয়া অবস্থার প্রেক্ষাপটিতার বিবেচনায় সঙ্গতি সামঞ্জস্য রাখছে, এটা চূড়ান্ত সঠিক কথা।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ প্রকৃতিবাদী থেকে বিরত থাকা ও ঈমান গ্রহণকারী ঐ ব্যক্তিত্ব বলছে যে, প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক কর্মে, প্রত্যেক বস্তুতে ও সকল ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি এবং আল্লাহর কুদরতের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া অনেক বড় একটি হাকিকাত। বড়ত্বের দৃষ্টিতে আমাদের সংকীর্ণ মেধাশক্তি কাছাকাছি হতে পারছে না। এমনকি, আমাদের চক্ষু দিয়ে দেখতে পাওয়া এই অসীম ধাপের প্রতুলতা, স্বভাবতা এবং বস্তুর সৃষ্টিকরণে অগণিত সহজলভ্যতা, এবং পূর্বোল্লেখিত আপনার তুলে ধরা দলীল সমূহের সত্য প্রতিপন্নতাময় একত্ববাদের রাস্তার বস্তুর সৃষ্টিতে অসংখ্য সহজলভ্যময় ও অনায়াস এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা বর্ণনাকৃত

وَمَّا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ * مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ *

তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। (লুকমান-২৮) (নাহাল-৮৮)

এর ন্যায় আয়াত সমূহের প্রকাশ্যে তুলে ধরা চূড়ান্ত মাত্রায় সহজ সাদ্যতা ও মহান হাকিকাত ও গ্রহণীয় ও একান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন একটি বিষয় হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। প্রশ্ন হল এই সহজসাদ্যতার রহস্য কি?

উত্তরঃ বিশতম মাকতুবের দশতম কালেমা হওয়া وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এর আলোচনায় এই রহস্য অতি বিশ্লেষণপূর্ণ ও শক্ত ও সন্তোষজনকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত: ঐ মাকতুবের পরিশিষ্টে আরও বেশী ব্যাখ্যামূলকভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টিসমূহ এক স্রষ্টার প্রতি সম্বন্ধিত করার সময় সব কিছু কেবল একটি সৃষ্টি এর আওতায় সহজলভ্য হয়। অন্যদিকে যদি একক সত্ত্বাকে সম্বোধন করা না হয় তখন কেবল একটি মাখলুকের সৃষ্টিকরণ সমস্ত সৃষ্টি সমূহের পরিমানমূলকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে এবং একটি বীজ একটি বৃক্ষের ন্যায় অনেক কষ্টকর হয়ে পড়বে তৈরী করা। আবার যদি হাকিকি সানিকে স্রষ্টার দায়িত্বে দেওয়া হয়, তখন বিশাল কায়েনাত একটি মাত্র বৃক্ষের ন্যায় এবং বৃক্ষ একটি বিচির ন্যায় এবং জান্নাত একটি মওসুমের ন্যায় এবং মওসুম একটি ফুলের ন্যায় সহজ হয়ে যায়। সহজসাধ্যতাকে জড়িয়ে ধরে। এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী অগণিত ব্যাপকতা ও সচরাচরতার এবং সর্ব প্রকারের সহজভাবে এককের সংখ্যা বেশী হওয়াটা পাওয়ার ও সহজসাধ্যতার এবং খুবই দ্রুত ব্যবস্থাপনা শিল্পের সাথে মূল্যায়নের সাথে সৃষ্টি সমূহের মুখোমুখী হওয়া হিকমত সমূহকে প্রদর্শনকারী শত শত প্রমাণাদী থেকে এগুলো প্রমাণিত আছে। এবং অন্যান্য রিছালাতে বিশ্লেষণ পূর্বক বর্ণনা এমন দুই একটি হাকিকাত সংক্ষিপ্ত আকারে ইঙ্গিত প্রদান করছি।

উদাহরণ = যেমনী যদি একশত জন ব্যক্তিকে একজন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার হাতে সমজানো হয় তাহলে এক ব্যক্তির একশত জন কর্মকর্তার দায়িত্বে প্রদান করা থেকে একশত গুণ সহজ হওয়ার ন্যায় একটি সৈন্যবাহিনীর জিনিষপত্র; তথা একটি ক্ষেন্দ্র, একটি কানুন, একটি কারখানা, এবং এক বাদশাহর হুকুম প্রদানের সময় সাধারণত পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির প্রয়োজনপত্রাদীর সমপরিমাণ সহজ হওয়ার ন্যায়+একজন ব্যক্তির সৈন্য ছাউনির প্রয়োজনাদীর অসংখ্য ক্ষেন্দ্র সমূহে, কারখানা সমূহে, কামান্ডার সমূহের প্রতি সমজানোও সাধারণত এক সৈন্য ছাউনির পরিমাণ পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে জটিল হবে। কেননা এক ব্যক্তির আসবাবপত্রের জন্যে সমস্ত সৈন্য ছাউনীতে প্রয়োজন হওয়া কারখানাসমূহ পাওয়াটা একান্ত জরুরী।

একিভাবে, একটি গাছের এককত্বের রহস্যের দৃষ্টিকোণে, একটি ক্ষেন্দ্রে, একটি কানুনের সাথে, মূল অংশের মধ্যে, তার প্রাণ সঞ্চারের উপাদান সমূহ প্রদান করা থেকে; হাজার হাজার ফল-ফলাদী প্রদানকারী ঐ গাছ একটি ফলের ন্যায় সহজতর হওয়াটা স্বচক্ষে তা দেখাচ্ছে। যদি একক থেকে বহু সংখ্যায় যায়, তখন প্রত্যেক ফলের জন্যে জরুরী যে হায়াতের উপাদান অন্য স্থান থেকে যদি প্রদান করা হয় তখন প্রত্যেকটি ফল একটি গাছের ন্যায় সৃষ্টিতে সমস্যার সম্মুখীন করবে। বৃক্ষের এক নমুনা ও সূচিপত্র হওয়া কেবল একটি বিচি ও ঐ বৃক্ষের ন্যায় জটিলতর হবে। কেননা, একটি বৃক্ষের জীবনে জরুরী হওয়া সমস্ত জীবন ধাতু সমূহ কেবল একটি বীজের জন্যেও কিন্তু প্রয়োজন হয়। ফলে এই উদাহরণ সমূহের ন্যায় শত শত উপমা রয়েছে দেখাচ্ছে যে, একত্ববাদে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহজলভ্যতার সাথে অস্তিত্বে আগত হাজার হাজার সৃষ্টি, অংশীদায়িত্বে ও অনেক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এককের জন্যে এক থেকে বিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্বকরণ অনেক বেশি সহজ হবে। অন্যান্য রিছালায় এই বাস্তবতাকে ২×২=৪ যেভাবে পরিস্কারভাবে হয় ঐভাবে প্রমাণিত করার কারণে ঐ দিক থেকে জানতে অনুরোধ করছি। এখানে কেবল এই সহজ সাধ্যতার ও অনায়াসের ইলিম ও এলাহীর প্রদত্ত ভাগ্য ও তার ক্ষমতার মধ্যে কেবল অতি তাৎপর্যময় একটি রহস্য আলোচনা করব:-

তুমি একটি অস্তিত্বশীল সৃষ্টি, যদি সময়সীমাহীন ক্ষমতাবান আল্লাহর কাছে নিজেকে হাওলা কর; তখন একটি দিয়াশলাইর কাঠির ন্যায় অস্তিত্বহীন কিছু থেকে, নাই থেকে, এক অদৃশ্য হুকুমের মাধ্যমে অসংখ্য ক্ষমতার দ্বারা তোমাকে হঠাৎ মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পারেন। যদি তুমি তোমাকে তার প্রতি স্রষ্টা হিসেবে হাওলা না কর। বরং যদি কারণ সমূহের উপাদান সমূহের প্রতি স্রষ্টা স্বরূপ বা প্রাকৃতিকে যদি সম্বোধন কর; তখন তুমি কায়েনাতের সুশৃঙ্খল এক সারসংক্ষেপ হওয়া ফল ছোট এক সুচিপত্রের এবং পিষ্ট হওয়ার ধরুন তোমাকে সৃষ্টির জন্যে দুনিয়াকে ও উপাদান সমূহকে পাতলা ঝাঁঝারির সাথে ঝাঁঝরিয়ে অনুভূতি প্রবন ভারসাম্যতার সাথে পৃথিবীর সবদিক থেকে তোমার দেহের মধ্যে বিদ্যমান ধাতু-পদার্থ সমূহকে একত্রি করণ জরুরী হয়ে পরে। কেননা ধাতুর সংশ্লিষ্ট কারণসমূহ কেবল তথ্য প্রদান করে একত্রিত হয় নিজেদের মধ্যে না পাওয়া এমন কোন কিছু থেকে, নেই থেকে না পারা সমূহকে সকল জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বস্তরূপ গ্রহণীয়। আর এমনি হলে অল্পএক প্রাণের দেহকে দুনিয়ার সর্বক্ষেত্র থেকে একত্রিত করতে বাধ্য হবে তারা।

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরাংশ=

জ্ঞানের দিক থেকে সীমাহীন সহজসাধ্যতা রয়েছে। এটা ঐরকম যে,

ভাগ্য জ্ঞানের একটি প্রকার। প্রত্যক বস্তুর আধ্যাত্মিক এবং বিশেষ তারতম্যের দৃষ্টিতে একটি মাত্রা নির্দিষ্ট হয়। এবং ঐ ভাগ্যের পরিমাণটা ঐ বস্তুর দেহের মধ্যে এক উদ্দেশ্য ও একটি মডেল এর হুকুমে যায়। আর যখন আল্লাহর কুদরত সৃষ্টি করে অতি সহজভাবে ঐ ভাগ্যের পরিমাণটা সৃষ্টি ও বস্তুর উপর প্রভাবিত হয়। যদি এই বস্তু অসীম ও অসংখ্য এবং আযাল এক জ্ঞানের জ্ঞানী হওয়া কাদিরে যুল-যালালকে প্রদান করা না হয় কিছু পূর্বে গত হওয়ার ন্যায় হাজার হাজার সমস্যা নহে বরং শত শত অসম্ভবতা ময়দানে এসে নাড়া দিবে। কেননা, যদি ঐ মিকদারে কাদারী ও মিকদারে ইলমী যদি না হয় হাজার হাজার বহিরাগত ও ধাতুগত মুদ্রনফলক ছোটখাটো এক প্রাণীর দেহের মধ্যে ব্যবহার করা জরুরী হয়ে যাবে। সুতরাং একত্ববাদীতায় চূড়ান্ত সীমাহীন সহজলভ্যতা বিদ্যমান অপরদিকে ভ্রষ্টমুখী কারণ, প্রকৃতিতে ও অংশীদারীত্বে অসংখ্য মুশকিল সমূহের এক রহস্য তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ (লুকমান-২৮)

আলোচ্য আয়াত কি পরিমাণ বাস্তবিক এবং সত্য ও সুউচ্চ বাস্তবতাকে প্রমাণ করছে জানার চেষ্টা কর ।

তৃতীয় প্রশ্নঃ পূর্ব থেকে দুশমন এখন বন্ধু হওয়া হেদায়াত প্রাপ্ত প্রিয় বলছে যে, এই যুগে অনেক উচ্চ লেভেলে গত দার্শনিকরা বলছে যে, "নাই থেকে কোনকিছু সৃষ্টি হচ্ছে না এবং কোন কিছুই নাই হয়ে যাচ্ছে না" কেবল এটা একটা সংযোজন এবং বিযোজন যে, পৃথিবীর কারখানা এটাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্য সম্পাদন করছে।" এখানে কি বলবেন?

উত্তরঃ ক্বোরআনের নুরের দৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রতি লক্ষ না করা দার্শনিকদের ঐ উচ্চতায় গতগণ দেখেছে যে, প্রাকৃতি ও কারণের মাধ্যমের দ্বারা এই সৃষ্টি সমূহে রূপায়ণ ও অস্তিত্বসমূহ পূর্বে প্রমাণিত করার পন্থায় অসম্ভব মাত্রায় সমস্যাবলীকে দেখতে পাওয়ার কারণে তারা দুটি দলে পৃথক হয়ে যায়।

প্রথম দলঃ (কুণ্ঠাতার্কিক) সুফেস্তায়ী হয়ে, মানুষের বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া মগজ থেকে ফায়দা লুটে, আহমাক্ব প্রাণীদের থেকে আরও নিম্নে পথিত হয়ে এই কায়েনাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার এমনকি, তারা নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার পেশায় কারণ সমূহ ও প্রকৃতিবাদের আবিষ্কারক হওয়া থেকে অনেক বেশী সহজতর দেখতে পাওয়া থেকে যেমন তারা নিজেদের তেমনি দুনিয়াকে অস্বীকার করতঃ সাধারণ মুর্খের স্থরে পতিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় দলঃ তারা দেখল যে, পথভ্রষ্টতার কারণবাদ ও প্রকৃতিবাদে পারদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রে, একটি মশা ও একটি বীজের সৃষ্টিকরণে সীমাহীন কষ্টকর সমস্যাবলী বিদ্যমান। এবং জ্ঞানের সীমারেখার বাহিরে এক ক্ষমতার দাবী রাখে। এই কারণে তারা একবদ্য হয়ে সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে "নাই থেকে কিছু হওয়া অসম্ভব" তারা বলছে এবং আছে থেকে নাই হওয়াটা কেউ অসম্ভব দেখছে। বিদ্যমান কিছু অস্তিত্বহীন হওয়া অসম্ভব এমনটি তারা বলছে। কিন্তু অনু (এটম) সমূহের নড়াচড়ার সাথে সংঘটিত হওয়ার আবহাওয়ার সাথে একটি সংযোজন ও জড়ন ও বেষ্টন ও একত্রকরণ এর আকৃতিতে একটি বিবেচনার কার্যক্রমের প্রতি কল্পনা তারা করছে---- সুতরাং তুমি আস আহমকগীরী ও মূর্খতার সর্বোচ্চ নীচের মাত্রায়, সর্বোচ্চ উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন নিজেকে ধারণাকারী ব্যক্তিদেরে তুমি লক্ষ কর এবং পথ ভ্রষ্টতা, মানুষকে কি পরিমান নেশাদায়ক নিম্নগামী অতি নির্বোধ এর স্থরে নিম্নগামী করে শিক্ষা অর্জন কর! মূলত প্রত্যেক বছরে চারশত হাজার (চার লক্ষ) সৃষ্টির শ্রেণীসমূহকে হঠাৎ জলকের তরে ভূমির পিঠে সৃষ্টিকারী ও আসমান সমূহকে ছয় দিনে সৃষ্টিকারী ছয় সপ্তাহে প্রত্যেক ঋতুতে দুনিয়া থেকে অনেক শিল্পময় হিকমতময় প্রাণী সমূহের এক দুনিয়াকে সৃষ্টিকারী একজন আযালী 'কুদরতের প্রতি একটি আযালী ইলমের দফতরে পরিমান সমূহকে সুনির্দিষ্টকারী ইলমের অস্তিত্বময় চক্ষুতে না দেখানো একটি অংশের সাথে লিখাকারী একলেখাকে দেখানোর জন্যে পংকীঝাঁকের অংশের ন্যায়, অতি সহজ ও বাহ্যিক অস্তিত্বহীন সমূহ হওয়া ইলিম অন্তর্ভূক্ত সৃষ্টি সমূহকে বাহ্যিক অস্তিত্ব প্রদানে ঐ আযালী কুদরত থেকে দূরে প্রত্যক্ষকরণ এবং সৃষ্টি করা অস্বীকার করা প্রথম দল হওয়া সুফাছতাই (কুটতার্কিক)দের থেকে অনেক বেশী বোকাগ্রস্থ ও অজ্ঞ্য বৈ কিছু নয়।

এই কপালপোড়ারা, পূর্ণাঙ্গ অপারগ কেবল একটি ইচ্ছা শক্তি থেকে অন্যের হাত যেখানে নেই নিজের নফস সমূহ যা ফেরআউনমুখী হয়েছে হত্যা বা নাই করে ফেলাসমূহ থেকে এবং কোন একটি অনুকে কোন ধাতুকে তৈরী করা, মৃত্যু দেওয়া থেকে ও বিশ্বাসযোগ্য কারণ সমূহ ও প্রকৃতির হাতে নেই থেকে তৈরীকরণ এর বিবেচনায় মুর্খতা প্রসূত তারা বলছে যে নেই থেকে অস্তিত্ব আসা অসম্ভব, অস্তিত্ব ও নেই হওয়া অসম্ভব, এই অগ্রহনীয় ও ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম সর্বোপরি ক্ষমতাবানের সাথে মিশ্রিত করতে চাচ্ছে।

হাঁ, কাদিরে যুল-যালালের দুটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি রয়েছে **এক** সৃষ্টিকরা ও আবিষ্কার করা। অর্থাৎ অস্তিত্বহীন থেকে, নেইকে বিদ্যমান করাচ্ছেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জরুরী বস্তুকে আবিষ্কার করত তার হাতে হস্তান্তর করেন।

দুই স্থাপনা ও শিল্পায়নের দ্বারা, অর্থাৎ হিকমতের পূর্ণাঙ্গতার ও অনেক ইসিমসমূহের চাকচিক্যতা (জলওয়া) দেখানোর ন্যায় অনেক সুক্ষ হিকমত সমূহের জন্যে কায়েনাতের উপাদান সমূহ থেকে এক প্রকার সৃষ্টি সমূহকে সৃষ্টি করছেন। প্রত্যেক হুকুমের অনুসারী হওয়া অনু সমূহ ও ধাতু সমূহ সর্বোচ্চ রিযিক প্রদানতার নিয়মের সাথে তাদেরে পাঠানো হয় ও কর্মে ব্যস্থ রাখা হয়।

হাঁ, কাদিরে মুতলাকের দুটি নিয়মের মধ্যে যেমন নতুন সৃষ্টি তেমনি স্থাপন করন ও সৃষ্টির অস্তিত্ব রয়েছে। অস্তিত্বকে অস্তিত্বহীন করা এবং নেই কে অস্তিত্বে আনা সবচেয়ে সহজ ও অনায়াস প্রবণ বরং সর্বদা ও অনির্দিষ্ট একটি কানুন। এক গ্রীষ্মে ৩৫০ হাজার (সাড়ে তিন লক্ষ) ব্যতিক্রমী প্রাণ সৃষ্টিজীবের রূপ সমূহকে, গুণসমূহকে বরং অনুসমূহ থেকে অন্য সকল পন্থা ও অবস্থান সমূহকে নেই থেকে আছে করাকারী এক ক্ষমতার সম্মুখে নেইকে আছে করতে পারে, না এমনটি বলা ব্যক্তি নেই হওয়াটাই জরুরী!

প্রকৃতিবাদকে ছেড়ে দেওয়া ও হাকিকাতে প্রবেশকারী ঐ ব্যক্তি বলছে যে, মহান আল্লাহর অনু পরিমাণ অসংখ্য শুকুর ও প্রসংশা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান আমি অর্জন করলাম এবং ভ্রষ্টতাসমূহ থেকে নিজেকে বাচালাম, এমনকি মোটেও কোন রকম সন্দেহ ও আর আমার নেই। রেফঃ লাম'আলার ১৭৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِينِ الْاِسْلَامِ وَ كَمَالِ الْاِيمَانِ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ